প্রকাশক :
মণ্ডল বুক স্টোর্স
থারডপাথনা, রাঁচি।

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু।

নিবেদন

বিভিন্ন সময়ে লেখা চারটি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই গ্রন্থ। একই বিষয়ে লেখা বলে মাঝে মধ্যে পুনরুক্তি আছে, তবে তা পাঠকের রসগ্রহণে অন্তরায় হবে না বলেই আশা করি।

প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করেছে কল্যাণীয়া সুতপা লাহা। তার কল্যাণ কামনা করি।

পূজাবকাশ
১৩৬৬

শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

এই লেখকের—

বাংলা নাটকে ট্রাজেডি (তৃতীয় সংস্করণ)

বাংলা নাটকের টেকনিক

বাংলা সাহিত্যে প্যারডি

সাহিত্য সম্পর্কিত

ধলভূমের লোকগীতি (প্রথম খণ্ড : বাঁদনা)

ধলভূমের লোকগীতি (দ্বিতীয় খণ্ড : মকর)

সাহিত্য প্রসঙ্গে

Song of tho Rocks

সম্পাদিত গ্রন্থ—

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশী খণ্ড)

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (রাধা বিরহ)

বাংলা গদ্য ও কাব্য

মধুকাব্য পাঠ

বাবু (যুগ্ম সম্পাদনা)

বিদূষক ও বাংলা নাটক

(এক)

সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের রোম্যান্টিক কমেডিগুলির ভারি চমৎকার একটা মিল আছে। শেক্‌সপীয়রের কমেডিগুলির সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, Shakespeare is too poetic for comedy proper··· Even when the scene is most real—when the postal address is known—it is still romantic and utopian".[১] এই উক্তি সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধেও সর্বাংশে সত্য। প্রণয়রস ও কাব্যরসের যুগপৎ মিশ্রণে সংস্কৃত নাটকগুলি যেন 'A Midsummer Night's Dream. সেখানে বাস্তবের ছাপ যদি কিছুমাত্র থাকে তবে তা ঐ বিদূষকের পায়ের ছাপ। ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলীর মতো বিদূষকও সংস্কৃত নাটকের রোম্যান্টিক রাজ্যে বাস্তবের একমাত্র আরদালি।

শেক্‌সপীয়রের কমেডিতে শেষ পর্যন্ত—

> 'Jack shall have Jill ;
> Nought shall go ill.'[২]

সংস্কৃত নাটকেও তেমনি কাম্য কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানের মধ্যে দিয়েই যবনিকা পতন। কোনো দুর্বাসার সাধ্য নেই নায়িকাকে নায়কের কাছ থেকে চিরতরে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন করে রাখার। অদ্ভুত এক ইচ্ছাপূরণের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করার অধিকার পাই শেক্‌সপীয়রের কমেডিগুলিতে এবং সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকগুলিতে।

কিন্তু একটি বিষয়ে শেক্‌সপীয়রের নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের গুরুতর পার্থক্য বর্তমান। নায়ক চরিত্রের অবস্থাগত অমিলই এই পার্থক্যের কারণ। শেক্‌সপীয়রের নায়ক অবিবাহিত, সংস্কৃত নাটকের নায়ক বিবাহিত। প্রায় প্রতিটি সংস্কৃত নাটক গড়ে উঠেছে বিবাহিত নায়কের প্রণয়-প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করে। আবার 'চারুদত্ত' এবং 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া সমস্ত সংস্কৃত নাটকের নায়ক হয় রাজা, নয় রাজচক্রবর্তী। তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয় যে,

১। Shakespearean Comedy and other Studies, George Gordon, পৃঃ—১৫।

২। A Midsummer Night's Dream, Act III, Scene II

নায়কের রাজসত্তা অপেক্ষা প্রেমিক সত্তাটিই প্রবল ও প্রকট। অর্থাৎ জনৈক পাশ্চাত্য রসিক-সমালোচকের ভাষায়, "His Amorousness' first, and 'His Highness or Majesty' next." । তবে নায়কেরা কুমার না হলেও নায়িকারা কিন্তু অবশ্যই কুমারী। পুরুষ শাসিত সামন্ততন্ত্রের এ এক অনিবার্য চরিত্র লক্ষণ। কাজেই ভ্রমরী নয়, সংস্কৃত নাটকে ভ্রমরদেরই প্রাধান্য। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিবাহিত রাজার অলস মুহূর্তের প্রণয় বিলাসই সংস্কৃত নাটকের প্রধানতম উপজীবিকা। এই নায়কের নর্ম-সহচর শ্রীমান বিদূষক।

সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক (Erotic drama) নাটকের একটি অপরিহার্য চরিত্রলক্ষণ বিদূষক চরিত্রের অনিবার্য উপস্থিতি। অন্য রসের ক্ষেত্রে চরিত্রটি সযত্নে নির্বাসিত। 'মুদ্রা রাক্ষস' বা 'বেণী সংহার' জাতীয় নাটকগুলিতে, এই কারণেই, চরিত্রটির কণ্ঠস্বর আদৌ অশ্রুত। আদিরসের অতিরিক্ত অনুশীলন-কারীর দল বীররসের ভ্রূকুটিকে চিরদিনই ভয় পায়। বসন্তের কোকিল গ্রীষ্ম-বর্ষার কেউ নয়।

বিদূষক যে শৃঙ্গার রসাত্মক রোম্যান্টিক নাটকের নিত্যসঙ্গী, সেটা অকারণে নয়। রোম্যান্টিক নাটকের মূল রস শৃঙ্গার এবং হাস্যরস তারই উদ্বৃত্ত ফসল (by product)[১]। ভরতের মতে হাস্যরস শৃঙ্গার রসেরই জাতক।[২] অগ্নি-পুরাণেও এই মতের প্রতিধ্বনি শুনি।[৩] বিদূষক এই হাস্যরসের মূর্তিমান অবতার। অভিনব গুপ্ত অবশ্য বিদূষককে উভয় রসের (অর্থাৎ শৃঙ্গার রস ও হাস্যরস) রসিক বলে চিহ্নিত করেছেন।[৪] কিন্তু স্মরণীয় যে, বিদূষকের প্রণয়চর্চা অনেকটা বৈষ্ণবের গোপীসাধনার মতো। অর্থাৎ তিনি প্রণয়রসের দ্রষ্টা (এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্রষ্টা) কিন্তু ভোক্তা কদাচ নন। সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের রোম্যান্টিক নাটকগুলিতে রাজার সঙ্গে এই রাজবয়স্যটিকে নিয়ে এসেছেন হাস্যরসের আতসবাজী জ্বালিয়ে আদিরসের আলোকোৎসবকে আরো নয়নাভিরাম করে তোলার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন, সংস্কৃত নাট্যকারগণ এইভাবেই "পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে"[৫] দিয়েছেন। ধনঞ্জয় যথার্থই বলেছেন

১। শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিত, নাট্যশাস্ত্র ৬। ৪১
২। শৃঙ্গারাদ্বিভবেদ্ হাস্যঃ, নাট্যশাস্ত্র ৬। ৪০
৩। শৃঙ্গারাজ্জায়তে হাসো, অগ্নিপুরাণ, ৩৩৯। ৭
৪। হাস্যশৃঙ্গারাঙ্গত্বাদ্বিদূষকমিত্যুক্তম্, অভিনব ভারতী, পৃঃ—৩৩
৫। মুক্তির উপায়, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যে, নায়কের সঙ্গী বিদূষকের কাজই হল কৌতুক সৃষ্টি।[১] প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বিদূষকের রসিকতাকে পেটের দায়ে রসিকতা বলে উল্লেখ করলেও, ভুলে গেলে চলবে না যে, বিদূষক জন্ম-রসিক। অর্থাৎ রসিকতা তাঁর স্বভাবধর্ম। তবে তাঁর রসিকতায় আদিরসের প্রলেপ যথেষ্ট বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর অতিমাত্রায় আদিরসসিক্ত প্রলাপগুলিই হাস্যরসের প্রবাহকে পুষ্ট করেছে। সে যুগে আদিরস এবং হাস্যরস একই শয্যায় শায়িত ছিল। আদিরসের ক্লেদাক্ত আলিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য হাস্যরসকে দীর্ঘকাল তপস্যা করতে হয়েছে। আধুনিকযুগের সাহিত্য জগতে হাস্যরসের অঙ্গে আদিরসের স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রায় নিঃশেষিত হলেও রোয়াকে কিন্তু এই দুই রস এখনো অর্ধনারীশ্বরের ন্যায় অচ্ছেদ্য ও অপ্রতিহত। বিদূষক সেই যুগের লোক, যে যুগে কামের পঙ্কে হাসির পঙ্কজ ফুটত এবং সেটা কারুর কাছেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল বলে বোধ হত না।

সাহিত্যদর্পণকার প্রস্তাবনার অন্যতম পরিকররূপে বিদূষকের উল্লেখ করেছেন।[২] কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁদের জানাশোনা আছে তাঁরা জানেন, আসল প্রস্তাবনাটি বিদূষক নন, স্বয়ং নায়কই করে থাকেন। তারপর অবশ্য সেই প্রস্তাবনাটিকে প্রাপ্তির তট-প্রান্তে পৌঁছে দিতে বিদূষকের তৎপরতার অন্ত থাকে না। নায়কের কাম্যধনকে নায়কের কণ্ঠলগ্ন না করা পর্যন্ত তার চোখে ঘুম নেই। পেটে খিদে নেই কথাটা ইচ্ছে করেই বললাম না। কারণ বিদূষক আর যাই পারুক পেটের খিদে চেপে রাখতে পারে না। এমন আহার-মনস্ক মানুষ বিশ্ব-সাহিত্যের আসরেও বিরল।

অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই কাহিনী গড়ে উঠেছে 'গৃহখর্জুরে বিরক্ত নায়কের বন্যতিন্তিড়ী ভক্ষণের ইচ্ছা'[৩]কে কেন্দ্র করে। সংস্কৃত নাটকের নগেন্দ্রনাথেরা এক একটি কুন্দনন্দিনীর[৪] জন্য পাগল হয়ে ওঠেন; কিন্তু এখানে সূর্যমুখীরা নীরব

১। অন্যা হাস্যকৃচ্চ বিদূষকঃ, দশরূপক, ২। ১৩

২। নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা। সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ দ্রষ্টব্য।

৪। এটা নেহাতই তুলনা, অন্যথা সংস্কৃত নাটকের নায়িকাগণ আর যাই হোন কুন্দনন্দিনীর মতো বালবিধবা নন।

অভিমানে গৃহত্যাগ করেন না, প্রায়ক্ষেত্রেই কুন্দনন্দিনী এবং নগেন্দ্রনাথের মিলন-পথে বাধার সৃষ্টি করেন। একদিকে নায়ক, অপরদিকে নায়িকা, মাঝখানে নায়কের বিবাহিতা পত্নীর যুদ্ধং দেহি মনোভাব—এই ত্রয়ী যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বিদূষক। এই যুদ্ধের ফলাফলটিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষমতা যে বিদূষকের আছে সে কথা শুধু তার পোষ্টা নয়, আমরাও মানি। পঞ্চশর যদি কোনোদিন ষষ্ঠশর হয়ে ওঠে তাহলে সেই শেষতম শরটি বিদূষকের হাড় দিয়েই তৈরী হবে। আমার এই অনুমান আদৌ অমূলক নয়। সংস্কৃত নাট্যকারগণও একথাটা মানেন। তা নইলে পৃথিবীতে এতো নাম থাকতে বেছে বেছে বসন্তক[১], কুমুদগন্ধ[২] ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর নামগুলিই বা বিদূষকের জন্য বরাদ্দ করবেন কেন!

তবে সাহিত্যের যে চিরায়ত নিয়মে ফলস্টাফকে বিদায় নিতে হয় নাটকের বুক থেকে নাটক শেষ হবার অনেক আগেই, ভাঁড়ু দত্তকে নগর ছাড়তে হয় সর্ব অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে, ঠিক সেই নিয়মের অনুসরণেই কিনা জানিনা সংস্কৃত নাট্যকারগণ বিদূষক চরিত্রটিকে বিকৃত করার বিন্দুমাত্র সুযোগেরও অপব্যবহার করেন নি। অপ্রধান চরিত্রের মাথা তুলে দাঁড়াবার এ এক অনিবার্য বিপদ। রাজার চেয়ে রাজার এক নগণ্য প্রজা অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, পৃথিবীর কোনো রাজতন্ত্রই এটা কোনোদিন সহ্য করতে পারে নি। তাকে যে শূলবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়নি সেও বোধ হয় রাজারই সৌজন্যে। সামন্ত-তান্ত্রিক প্রণয়বিলাসের জলসাঘরে এত অল্প মাইনেতে (শুধু পেটভাতায়) এমন একটি কৃতবিদ্য খোজা প্রহরী সহজলভ্য নয় বলেই।

মাঝে মাঝে আমার বিদূষককে রাজার বিপরীত পক্ষ বলে মনে হয়। রাজা সুদর্শন, সুবিজ্ঞ, ও সুভাষী। বিদূষক বিকৃতদর্শন, অনভিজ্ঞ এবং দুর্ভাষী। রাজা সংস্কৃতে কথা বলেন, বিদূষক প্রাকৃতভাষী। রাজা রাজতন্ত্রের প্রতিভূ, বিদূষক সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। রাজার বুকে প্রণয়পিপাসা, বিদূষকের বুকে ক্ষুৎপিপাসা। রাজা যখন হারেমের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর, বিদূষক তখন অন্নচিন্তায় কাতর।

মনে হয় এই কারণেই ব্রাহ্মণের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এ বাবদেও বিদূষককে কম হেনস্থা সহ্য করতে হয়নি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম তার পক্ষে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। সকলেই তাকে মহাব্রাহ্মণ বলে উপহাস করে। কথাটির অর্থ,

১। কালিদাস দ্রষ্টব্য।

২। অশ্বঘোষ দ্রষ্টব্য।

শুধু জন্মগুণেই ব্রাহ্মণ, কর্মগুণে নয়।[১] যে ব্রাহ্মণকে রাজপ্রণয়ের পিচ্ছিল পথে ব্যালান্সের খেলা দেখিয়ে ক্ষুধার খাদ্য উপার্জন করতে হয় তার আবার ব্রাহ্মণত্ব! রাজার মধ্যেও তো রাজোচিত গুণ বলতে শুধুই একটি—কুমারীর কৌমার্যহরণ। বর্ষাকালে ব্যাঙেরই যখন একচ্ছত্র আধিপত্য তখন কোকিলের স্বরলহরী বিস্তারের অবকাশ কোথায়! আসল কথাটা বলতে পারে না বলেই বোধকরি বিদূষক মনের দুঃখে আবোল-তাবোল বকে যায়। পাগলামি যে রাজ্যের নিয়ম সুস্থ থাকাটাই সেখানে ঘোরতর অন্যায়। বিদূষকের এটুকু বোঝার মতো বাস্তব বুদ্ধি আছে।

বিদূষক জাতিতে ব্রাহ্মণ, আকারে মর্কট,[২] আহারে ভীম, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় সাক্ষাৎ মা সরস্বতী।

বিদূষকের মর্কটাকৃতির প্রতি বিদ্রূপ সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে হামেশাই শোনা যায়। নাগানন্দ নাটকের বিট এবং চেট দুজনেই বিদূষককে কপিলকর্কট বলে সম্বোধন করেছে। লক্ষণীয় যে, বিশেষণটির প্রতি বিদূষকের বিরাগ নেই, কিছুটা যেন স্নেহমিশ্রিত অনুরাগই আছে। কালিদাসের নাটকে এ কথার প্রমাণ আছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা অগ্নিমিত্র এবং বিদূষক খুব বিপদে পড়েছেন। অগ্নিমিত্র যখন মালবিকার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত (অবশ্যই বিদূষকের প্রয়াসে ও প্রহরায়) ঠিক তখনি সেখানে রাণী ইরাবতীর আবির্ভাব। হাতেনাতে ধরা পড়লে চোরের যে অবস্থা হয় রাজা এবং রাজবয়স্যেরও তখন ঠিক সেই অবস্থা। এমন সময় সেখানে সংবাদ আসে যে, একটি পিঙ্গল বানরকে দেখে রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী খুবই ভয় পেয়েছে এবং রাজার এক্ষুণি রাজপ্রাসাদে গমন করা প্রয়োজন। বেগতিক অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের পথ খুঁজে পেয়ে দুজনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিদাতা পিঙ্গল বানরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদূষক বলেছে, "ধন্য পিঙ্গলবানর ধন্য, ঠিক সময়েই তুমি তোমার স্বপক্ষকে পরিত্রাণ করতে এসেছ।" এর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বিদূষক নিজেকে মর্কট বলে ঘোষণা করেছে বিক্রমোর্বশী নাটকে। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পুরুরবা রাজপুত্রকে বলেছেন, সে যেন বিদূষকের চেহারা দেখে ভয় না পেয়ে তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে।

১। ব্রহ্মবন্ধুরধিক্ষেপ নির্দেশে চ দ্বিজন্মনাম্, বিশ্বকোষ।

২। বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ, নাট্যশাস্ত্র, ২৪

বিদূষক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছে, 'উনি কেন আমার ভয় পাবেন। উনি যখন আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন তখন বানর নামক জীবটিকে অবশ্যই চেনেন।'

আসলে রাজপ্রণয়ের রসদ জোগাতে গিয়ে বিদূষককে তো কম বাঁদর নাচ নাচতে হয়নি। বাঁদরামি করেই যেখানে জীবিকানির্বাহ করতে হয় সেখানে বাঁদর সাজতে আপত্তি কি।

বিদূষক বিকৃতবাক অর্থাৎ অশ্লীলভাষী। দাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই, কেন জানি না, বিদূষক মুখ খারাপ করে ফেলে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে গৌতম ইরাবতীর দাসীকে 'দাস্যসুতা' বলে সম্বোধন করেছে। 'গর্ভদাসী' বিশেষণটি দাসীর প্রতি নিক্ষেপ করে বসন্তক যেন একটা বিজাতীর আনন্দ লাভ করে। এই শব্দগুলির মধ্যে নারী চরিত্রের চরম অবমাননার ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট।[১] রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাটকে[২] চেটীকে গালাগালি দিতে গিয়ে বিদূষক যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছে আধুনিক কথা সাহিত্যের ভাষায় সেগুলি কাঁচা খিস্তি।[৩] 'দাসীপুত্রী', 'পরপুত্র বিট্টালিনী', রথ্যালুণ্ঠিনী', ভ্রমরটেণ্টা' ইত্যাদি শব্দগুলির ধ্বনি পৃথক্ হলেও ব্যঞ্জনা একটাই। রাজার ভ্রমরবৃত্তির পরিপোষণ করে নিজের উদর পোষণ করতে হয় বলেই বোধকরি বিদূষক ভ্রমরীদের প্রতি এতখানি খাপ্পা। সন্দেহ হয়, বিদূষক হয়ত বা এই দাসীদের মানুষের মধ্যে গণ্য করতেই রাজি নয়। সেজন্যই বোধহয় প্রভুর আদেশে দাসীর সঙ্গে কাব্যরচনা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিদূষক কাব্যরসের পরিবর্তে গব্য-রসের জয়গান গায়! শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিদূষক ভীষ্মের কুলমর্যাদায় বাধে। তাই স্বেচ্ছায় শরশয্যায় শয়ন করে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় তুলে নেয়। উদগত অশ্রুকে চাপা দেবার জন্যেই হাসির এই বানভাসি কিনা কে জানে।

তবে এই তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণের আসল রূপটি, তার দুর্বাসা মূর্তিটি, কখনো কখনো প্রজ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সহ্যের সীমা যখন মাত্রা

১। গর্ভদাসী শব্দটির অর্থ যে জন্ম থেকেই দাসী এবং যার মায়ের সঙ্গে মনিবের অবৈধ সম্পর্ক বর্তমান।

২। এটি অবশ্য প্রাকৃত নাটক।

৩। "···দাসীএ ধূএ, ভবিস্কুট্টিনি, নিল্লক্থণে অধিঅক্থণে,···
পরপুত্তাবিটালিনি, রচ্ছালোট্টানি, ভমলটেণ্টে, টেণ্টাকরালে···
কর্পূরমঞ্জরী, প্রথম যবনিকান্তর।

ছাড়িয়ে গেছে তখন বিদূষক তার পোষাকী আচরণ ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এমনি একটি মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করি মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের তৃতীয় অঙ্কে।

বিদূষকের কৌশলে মালবিকার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হয়েছে। মদমত্তা রাণী ইরাবতী মালবিকার সঙ্গে রাজার গোপন অভিসার হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। যে সময়টা রাজা ইরাবতীর জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন ঠিক সেই সময়েই ইরাবতীকে বঞ্চিত করে তিনি মালবিকার কুঞ্জে অতিবাহিত করছিলেন। ইরাবতীর রাগ হবারই কথা। রাজা ইরাবতীর ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য সাফাই গাইলেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, তিনি আসলে ইরাবতীর জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন, তবে তাঁর আসতে দেরী দেখে তিনি রাণীর পরিচারিকাটির সঙ্গে কথা বলে দুদণ্ড সময় কাটাচ্ছিলেন। রাজার কথা শুনে ইরাবতী আরো রেগে গেলেন এবং রাজাকে বিশ্বাসঘাতক বলে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। বিদূষক এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ইরাবতীর শেষ কথাটি শুনে আর স্থির থাকতে পারল না! তার পোষাকী আচরণ বিচলিত হল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তীব্র ভাষায় সে বলে উঠল, এভাবে মাননীয় বয়স্যের অপক্ষপাত আচরণে বাধা প্রদান করা রাণীর উচিত হয়নি। রাণীর পরিচারিকার সঙ্গে একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করা যে রাজার পক্ষে বিন্দুমাত্র দোষের নয়, স্বয়ং রাণী ইরাবতীই তার প্রমাণ।[১] বিদূষকের এই কথাগুলি ঠিক যেন জোঁকের মুখে চুণ দেওয়া। স্মরণীয় যে, রাণী ইরাবতীও পূর্বে মহারাণীর পরিচারিকাই ছিলেন, রাজপ্রণয়ের গুপ্তপথেই তিনি রাজবধূকুলে উপনীতা হয়েছিলেন। এখানে দাসীদের প্রতি বিদূষকের রাগের আর একটা কারণ পাচ্ছি। এরা দাসীরূপে 'কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে' রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তারপর রাজার অঙ্কশায়িনী হয়ে বিদূষকের মতো লোককে চোখ রাঙায়। এরা ভুলে যায় যে, রাজার কামনার সঙ্গে বিদূষকের কৌশলের মণিকাঞ্চন সংযোগেই এদের এতাদৃশ পদোন্নতি। রেগে যাওয়ার কথাই বটে! লক্ষণীয় যে, কোনো সংস্কৃত নাটকে কোনো বিদূষককে মহারাণীদের মুখের উপর কথা বলতে শুনি না। মহারাণীদের সঙ্গে বিদূষক যথেষ্ট সমীহ করেই কথা বলে। বোধকরি সে জানে যে, মহারাণী তারই মতো

১। মা দাব অত্তভোদো দকৃখিণ্ণস্স উবরোহং করেদি,
সমীবদিট্‌ঠেণ দেবীএ পরিচারি আজনেন সংকহাবি জই
বারীঅদি, এত্থ তুমং এব্ব পমাণং, মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

আর একটি ট্রাজিক চরিত্র। লক্ষ্মীর কৃপাপ্রার্থী বিদূষক বাধ্য হয়েই কামের পরিচর্যা করে; স্বামীর কৃপালোভী মহারাণীও তেমনি পরিচারিকাকে সপত্নীরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অন্যথা বিদূষকের ভাগ্যে যেটুকু লক্ষ্মীলাভ হয় সেটুকুও হাতছাড়া হবে, মহারাণীর ভাগ্যে যেটুকু স্বামীসুখ জোটে সেটুকুও জুটবে না। বিদূষক সম্পর্কে মহারাণীদের মুখেও খুব একটা খারাপ কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয় এ ব্যাপারে এই দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনো একটা বোঝাপড়া আছে।

বিদূষক সংস্কৃত নাটকের নায়কের কামসচিব। নায়কের গোপন প্রণয় বিভাগের সম্পূর্ণভারপ্রাপ্ত প্রধান সচিব। স্বয়ং রাজাও তাকে গোপন প্রণয়ের মন্ত্রীরূপেই সম্বোধন করেছেন।[১] কালিদাসের একটি নাটকে বিদূষককে আসতে দেখে রাজা বলে উঠেছেন, "এই যে আমার অন্য কার্যের মন্ত্রী হাজির'।[২] রাণী ইরাবতী আরো স্পষ্ট ভাষায় বিদূষকের পেশাটির পরিচয় দিয়েছেন। রাণীর ভাষায়, বিদূষক হলেন রাজার কামতন্ত্রের সচিব।[৩] তবে রাজা যেমন মন্ত্রীকে চেনেন, মন্ত্রীও তেমনি রাজাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। সময়বিশেষে সেকথা সে রাজাকে জানিয়েও দেয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে রাজা যখন বিদূষকের নিকট শকুন্তলার কথা ফলাও করে বর্ণনা করতে শুরু করলেন তখন বিদূষক হাসতে হাসতে বলল, 'খেজুর খেতে খেতে অরুচি হলে লোকের যেমন তেঁতুল খেতে ইচ্ছে হয়, শ্রেষ্ঠরমণী সম্ভোগের পর মহারাজের এই ইচ্ছাটিও তেমনি।'[৪] আসলে সংস্কৃত নাটকের নায়ক বার্ণাড শয়ের Sergius-এর মতো; তাঁর Raina-কেও চাই Louka-কেও চাই।[৫] বিদূষক অবশ্যই Bluntschli নয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে ভীষণ 'blunt'। এটাকে চাপা দেবার জন্যই হাসির অবতারণা। তা নইলে যে পোষ্টার মান এবং নিজের প্রাণ বাঁচে না।

১। তুলনীয় বাৎসায়ন "এতে বেশ্যানাং নাগরকাণাং চ
মন্ত্রিণঃ সন্ধিবিগ্রহনিযুক্তাঃ," কামসূত্র[১]।

২। অয়মপরঃ কার্যান্তর সচিবোঽস্মানুপস্থিতঃ, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, প্রথম অঙ্ক।

৩। ইয়ং অস্স কামতন্ত সচিবস্স নীদী, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ চতুর্থ অঙ্ক।

৪। জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্স তিন্তিলীএ, অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভোইনো ভবদো ইঅং অব্ভত্থণা,
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৫। Arms and the Man স্মর্তব্য।

বিদূষকের মুখের এই হাসিটা দেখলেই আমার রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার কথা। ইন্দুমতী যে সব রাজার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তাঁদের জন্য রেখে যাচ্ছেন একটি বিনীত নমস্কার। প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তা এই বিনীত নমস্কারে সহনীয় ও শোভনীয় হয়েছে। বিদূষকের মন্তব্যের রূঢ়তাও তার হাসির অন্তরালে চাপা পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক লোভ ও লালসার এমন নগ্ন বর্ণনা প্রদান করা সে যুগে বিদূষক ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

রাজারাজড়ার প্রাকৃত জনসুলভ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় বলে, বোধকরি নিছক অভিমানের বশেই, বিদূষক প্রাকৃতভাষী। কেননা সে তো সংস্কৃত অনভিজ্ঞ নয়। রাজার সংস্কৃত উক্তিগুলি সে ভালোই বোঝে, বোধকরি রাজমন্ত্রীর চেয়েও বেশী বোঝে। সংস্কৃত নাট্যকারগণ বিদূষককে মূর্খাধম রূপে উপস্থাপিত করলেও প্রকৃতপক্ষে বিদূষকের মূর্খতা ভাণ ছাড়া কিছু নয়। ভাসের কোনো একটি নাটকে বিদূষক যখন রামায়ণকে নাট্যশাস্ত্র বলে উল্লেখ করে তখন তার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞানতা দেখে সার্কাসের ক্লাউনের কথা মনে পড়ে, যার সম্বন্ধে শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন, "সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হলো দক্ষযজ্ঞ ভাণ্ডার। সব খেলাই সে জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায়—খেলাটা হাসিল হয় না, হাসির হয়ে ওঠে।" বিদূষকের পক্ষে খেলাটা হাসির হলেই তার কাজ হাসিল হয়। তার দক্ষতাও কথনো কথনো দক্ষযজ্ঞের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। যেমন, বিক্রমোর্বশী' নাটকে সে রাজার গোপন প্রণয়-কাহিনী প্রকাশ করে ফেলেছে, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, 'রত্নাবলী' নাটকেও একের পর এক বেফাঁস কথা বলেছে ও কাজ করেছে। এগুলি কি নিছক বোকামি? মনে হয় না। একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিদূষক জেনে শুনেই বোকা সাজে।[১] এবং এই বোকা সাজার অভিনয়ে

১। জনৈক রসিক সমালোচক বলেছেন যে, "Stupidity is the price paid by Vidusaka to gain access into the world of the heroine and the associates" (Drama in Sanskrit Literature).

আমাদের ধারণা এই যে, শুধু রমণীদের নয়, পুরুষদেরও বোকা বানাতে বিদূষকের বোকামির জুড়ি মেলা ভার।

বিদূষক প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। যারা অভিনয়টাকেই আসল ভাবে, আদত বোকা তারাই।

'শেষের কবিতা'র অমিত বলেছিল, "আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ওই গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।" বিদূষকের কোষ্ঠী বিচার করলেও দেখা যাবে যে, তারও জন্মলগ্নে চাঁদ ছিল, তবে সেই চাঁদের উপরে রাহুর দৃষ্টি পূর্ণমাত্রায় পড়েছিল। তাই তার হাসির আলোতে রাহুর কামনার কালো কিছুটা লেগেই আছে। তবে মুখের হাসি দিয়ে পেটের কান্না থামাতে হয় যাদের তাদের হাসি শালীন না অশালীন সে প্রশ্ন না তোলাই ভালো।

(দুই)

সংস্কৃত নাটকের, শুধু রাজার নয়, সাধারণ দর্শকেরও, সর্বাধিক প্রিয় পাত্র বোধ করি শ্রীমান বিদূষক। নাট্যকারেরও ইনি পরম আপন জন। সংস্কৃত নাটকে তাই বিদূষকের সুন্দর সুন্দর নামের ছড়াছড়ি—মাধব্য (অভিজ্ঞান শকুন্তলা), মৈত্রেয় (মৃচ্ছকটিক), অত্রেয় (নাগানন্দ), কপিঞ্জল (কর্পূরমঞ্জরী) মানবক (বিক্রমোর্বশী), বসন্তক (রত্নাবলী) ইত্যাদি।

এই বিদূষককে বাদ দিয়ে শুধু যে নায়কের চলে না তাই নয়, নাটকও অচল। প্রমাণ রাজশেখর। দেবী ধারিণী সত্যই বলেছেন, 'কীদিসী কবিংজলেন বিনা গোট্‌ঠী? কীদিসী ণঅণংজণেণ বিণা পসাহণ লচ্ছী?'[১]—অর্থাৎ কপিঞ্জল (বিদূষক) ছাড়া সভা সাজে না, নয়নাঞ্জন ছাড়া যেমন প্রসাধনশ্রী সম্পূর্ণ হয় না।

বিদূষকের প্রধান বৃত্তি রাজপ্রণয়ে সাহায্য ও সাহচর্য দান এবং সেইসূত্রে লোক হাসানো এবং ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করা; প্রধান প্রবৃত্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ভাষায়, ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ খাওয়া। তিনি যেমন পেটুক তেমনি ভীরু। বিদূষক সর্বদাই 'ভোজের আগে রণের পিছে'। আকাশের 'আধো জাগ্রত চন্দ্রকে

১। নাটকটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

দেখে, তাই, রাজার মনের আকাশে যখন প্রিয়া-মুখচন্দ্রের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, বেচারা বিদূষকের মানসাকাশে তখন ভেসে ওঠে দ্বিখণ্ডিত মিষ্টান্নের মধুর স্মৃতি। তবু তাঁকে প্রেমচর্চা করতে হয়, নিজের জন্য নয়, পরের জন্য; হৃদয়ের তাগিদে নয়, পেটের জ্বালায়। রাজবাড়ির পাকশালায় নিজ অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই তিনি রাজপ্রণয়ের পরিচর্যা করতে বাধ্য হন।

শেক্‌সপীয়রের কমেডিগুলির সঙ্গে সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকগুলির কিছু সাদৃশ্যের কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।[১] এখানে আরো কিছু কথা যোগ করা যেতে পারে।

জনৈক সমালোচক বলেছেন, "Shakespeare is too poetic for comedy proper." এ কথা সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

"Love in idleness"—উভয় নাটকেরই প্রধান অবলম্বন। এই রোম্যান্টিক প্রণয়ের নিরুদ্দেশ অভিসারকে বাস্তব পৃথিবীর কাছাকাছি ধরে রাখার জন্যই শেক্‌সপীয়র তাঁর কমেডিগুলিতে রঙ্গ-রসিকতার অবতারণা করেছেন। তাঁর রোম্যান্টিক কমেডির পাত্রপাত্রীদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রোম্যান্টিক প্রণয়ী-প্রণয়িনীর দল এবং সাধারণ মানব-মানবীর দল—যারা প্রেম যে করে না তা নয়, তবে কথায় কথায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না, চাঁদের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে না এবং যারা খিদে পেলে যথাসময়ে খেতে ভুলে যায় না। এই শেষোক্ত শ্রেণীর চরিত্রগুলিই রোম্যান্টিক কমেডির বাস্তবভিত্তি। সংস্কৃত নাটকে সেই ভিত্তি হলেন বিদূষক। রোম্যান্টিক প্রেম-রাজ্যে বাস্তবের নিজস্ব প্রতিনিধি। রোম্যান্টিক প্রণয়ের প্রতিনিধি রাজা যখন বুনো পাখীকে বশ মানানোর ব্যগ্র প্রয়াসে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন তখন ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর বাস্তবের প্রতিনিধি বিদূষক যেন রাজপ্রণয়ের বিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই চীৎকার করে বলেন 'ম্যয় ভুখা হুঁ'—'ভো সব্বদা অহং বুভুক্খা এ মারিদব্বো'।

পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণ এবং অনুকরণের মধ্যে দিয়েই বাংলা নাটকের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সার্থক বাংলা নাটকের আদি-স্রষ্টা মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা নাটক রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মিষ্টার বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুশাসনকে তিনি আদৌ গ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু কেন জানি না অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বনাথের বিধিবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ

১। প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। মধুসূদনের নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের উপস্থিতি তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অনস্বীকার্য প্রমাণ।

আসলে বাংলা নাটক জন্মলগ্ন থেকেই দোটানার দুঃখে ভুগছে। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে বাংলা নাটক রচিত হলেও প্রাচ্য নাট্যরীতির প্রভাবকেও সে স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলা নাটকের আসরে বিদূষকের দীর্ঘকালীন অবস্থান এরই প্রত্যাশিত পরিণাম। স্বীকার্য যে, বাংলা নাটকের সব আসরেই বিদূষক তাঁর প্রাচীন রূপটিকে যথাযথভাবে বজায় রাখেননি। বিভিন্ন নাট্যকার তাঁকে বিচিত্র পোষাক পরিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু পোষাক বা ভূমিকা যতই ভিন্ন হোক না কেন চরিত্রটি কিন্তু এক এবং অভিন্ন। বিদূষকের পেটের ক্ষুধা এবং মুখের হাসি কেড়ে নেওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিদূষকের এই বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপের ইতিহাস অত্যন্ত মনোরম এবং এটি একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধ বিদূষক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। মধুসূদনের নাটক থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটকে পৌছতে যেটুকু সময় সেই সময় সীমার মধ্যে চরিত্রটির ভূমিকালিপির একটা খসড়া রচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪—১৮৭৩) প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)-য় কালিদাসের মাধব্যই পুনর্জীবিত। "Servile admiration of everything Sanskrit"-এর প্রতি মধুসূদনের যত বিতৃষ্ণাই থাক না কেন বিদূষক চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু 'Servile admiration'-এর সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছেন। শর্মিষ্ঠার বিদূষক জাতিতে ব্রাহ্মণ, কর্মে রাজার নর্ম সহচর, স্বভাবে ঔদরিক এবং পরিহাস রসিক অর্থাৎ প্রাচীন বিদূষকের অবিকল কার্বন কপি। তাঁর দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী (১৮৬০)-র বিদূষকও নামে রূপে আচরণে প্রাচীন বিদূষক থেকে অভিন্ন। পদ্মাবতীর বিদূষকের নাম মানবক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং এ ব্যাপারে তাঁর কিঞ্চিৎ অহঙ্কারও আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো মানবকেরও "...বিদ্যা বিষয়ে...ক অক্ষর গোমাংস, তবে কিনা, একটু বুদ্ধি আছে।"[১] একমাত্র পেটের দায়েই (প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য স্মর্তব্য) যে বিদূষককে রাজকীয় প্রণয় পিপাসার পানপাত্রটিকে রঙ্গরসিকতায় পরিপূর্ণ করে

১। 'পদ্মাবতী'র বিদূষকের উক্তি, চতুর্থাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

রাখতে হয় আলোচ্য নাটকের বিদূষক সে কথাও অকপটে কবুল করেছে—"ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়।"[১] শৃঙ্গার রসের ভিয়েনে হাস্যরসের কড়াপাক সন্দেশ প্রস্তুত করাই যে বিদূষকের নিত্যকর্ম মানবকের মন্তব্যে তারও প্রমাণ পাই—"মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগলামি। আর আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানারকম মিষ্টান্ন খাই, তা বল্যো কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি?[২] বিদূষক চিরদিনের মুখপোড়া। বিদূষকের এই কথাগুলি শুনে আমাদের মতো বিশ্বনাথ কবিরাজের স্বর্গত আত্মাও হাসেন। তবে তাঁর হাসির কারণটা সম্পূর্ণ পৃথক্।

মধুসূদনের বিদূষক-কল্পনায় প্রাচীন স্মৃতি বিলীন হয়েছে তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬০)-তে এবং পরিণামে চতুর্থ নাটক 'মায়া কাননে' (১৮৭৪) বিদূষকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে রাজা জয়সিংহ যেভাবে তাঁর রাজমন্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়ে ধনদাসকে সাদর আবাহন জানিয়েছেন[৩] তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শেষোক্তজন তাঁর "অন্যকার্যের মন্ত্রী" এবং সেই "অন্যকার্য" এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রীটির প্রতি তাঁর অনুরাগের অন্ত নেই। মোটকথা এ নাটকে ধনদাসের প্রথম পদক্ষেপটি অবিকল বিদূষকের মতো। কিন্তু ধনদাস যে রাজার নর্ম সহচর হলেও বিদূষক নয় তার প্রমাণ পাই তখন যখন দেখি যে, রাজানুগৃহীতা রমণীর প্রতি তার লোভ এবং লালসার অন্ত নেই। এ বেইমানী বিদূষকদের বংশে নেই। তারা চিরদিন রাজপ্রণয়ের তল্পিবাহক, প্রতিবন্ধক বা প্রতিযোগী নয়। আসলে ধনদাস, মধুসূদনের নিজের ভাষায়, "ordinary rogue", সে বিদূষক নয়, এমনকি তার দূরতম আত্মীয়ও নয়। বরং মদনিকাকে মাঝে মাঝে বিদূষকের নিকটাত্মীয়া বলে মনে হয়, তবে মদনিকা নিশ্চয়ই বিদূষক নয়। উভয়ক্ষেত্রেই মধুসূদনের কল্পনা প্রাচ্যমুখী নয়, পাশ্চাত্যমুখী। মধুসূদনের শেষ নাটক মায়াকাননে রাজা আছেন,

১। পদ্মাবতী, প্রথমাঙ্ক
২। ঐ
৩। প্রথমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

রাজপ্রণয়ও আছে, কিন্তু বিদূষক নেই। হাস্যরস সৃষ্টির ভারটা এখানে কোনো একজনের হাতে না দিয়ে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিদূষককে বরণ করেও বিসর্জন দিলেন মধুসূদন। দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৪) তাঁকে কিঞ্চিৎ পরিমার্জন করলেন, তাঁর পৈতৃক কর্মের হীনতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিলেন। দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) নাটকের বক্কেশ্বর যুবরাজ মকরকেতনের প্রিয় বয়স্য। তিনি আহারলোলুপ এবং আমোদপ্রিয় অর্থাৎ রসিক চূড়ামণি। তিনি যে প্রাচীন বিদূষক পরিবারেরই সন্তান সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বপুরুষগণের তুলনায় বক্কেশ্বর যথেষ্ট সরল এবং ভয়ঙ্কর নীতিবাদী (Moralist)। তিনি রাজবয়স্য। কিন্তু তাই বলে রাজার গোপন প্রণয়ের সহায়ক নন, পক্ষান্তরে প্রধানতম প্রতিবন্ধক। কুট্টনী-বৃত্তির কুটিল পথের পথযাত্রী তিনি নন। এদিক দিয়ে বক্কেশ্বর প্রাচীন বিদূষকের প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। দীনবন্ধুর বক্কেশ্বর আমাদের জানিয়ে দিল যে, অতঃপর বাংলা নাটকের আসরে বিদূষকগণ তাঁদের পূর্বপুরুষগণের কর্মভার বহন করতে অক্ষম ও অপারগ।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) দীনবন্ধুর ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বিদূষককে প্রণয়ের সর্পিল পথ থেকে ভক্তির সরল পথে টেনে নিয়ে এলেন এবং সর্বোপরি মূর্খতার অপবাদ থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করলেন। এখন থেকে বিদূষক ছদ্ম পাগলের রূপসজ্জায় সজ্জিত হলেন এবং কামের দালালি ছেড়ে ভক্তির ধর্মধ্বজাটি পরম আগ্রহে দুহাতে তুলে নিলেন। তাঁর 'সতী' (১৮৭৩) নাটকের শান্তে পাগলা পরবর্তীকালের বিদূষকের পথপ্রদর্শক। শান্তিরাম বা শান্তে পাগলা সম্পর্কে স্বয়ং নারদ বলেছেন, 'নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক।"[১] তাঁর তথাকথিত প্রলাপ-উক্তির অন্তরালে জ্ঞানের হিরণ্ময় আলোক, তাঁর সংলাপে হাস্য ও ভক্তির মধুর সহাবস্থান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) এই যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নাট্যকা যাঁর নাটকে বিদূষক চরিত্রটি লক্ষণীয়রূপে অনুপস্থিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও করেছিলেন। কাজেই তাঁর নাটকে বিদূষকের অনুপস্থিতি বিস্ময়ের বিষয়। সন্দেহ হয়, শৃঙ্গার রসের শর্করা সহযোগে হাস্যরসের মোদক প্রস্তুত তাঁর মনঃপুত ছিলনা।

১। সতী, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক

মনে হয়, যে 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য'রসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অভিনন্দনের অধিকারী হয়েছিলেন, সেই যূথিকা শুভ্র নির্মল হাস্যরসের প্রতি ঠাকুরবাড়ির একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল এবং এই কারণেই বিদূষক চরিত্রটির কাজকর্ম তাঁদের রুচির অনুকূল ছিল না। স্মরণীয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬) তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যে কামের কালিমালাঞ্ছিত হাস্যরসের যে বীভৎস চিত্রটি তুলে ধরেছেন প্রকৃতপক্ষে তা বিদূষক চরিত্রের রেখাচিত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

"রসরাজ! কি বকিছ বিড়্ বিড়্?
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ-মাজা নিতম্ব নিবিড়!
ব্রাহ্মণের ছেলে
খেলে কিনা খেলে,
সে তত্ত্ব চুলোয় গেল, ঐ দিকে ভিড়।"[১]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) বিদূষক চরিত্র সৃষ্টিতে মনোমোহনের উত্তরসূরী। তাঁর নাটকের বিদূষকগণ একটি বিষয় ছাড়া অপরাপর সব বিষয়েই প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। তাঁরা রাজবয়স্য, রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, স্বভাবে ঔদরিক ও হাস্যরসিক। কিন্তু তাঁরা কামের সেবক নন, ধর্মের ধারক ও বাহক। স্মরণীয় যে, তাঁদের পোষ্টা রাজন্যবর্গও স্বভাবে ও আচরণে প্রাচীন রাজকুলের ঐতিহ্যবাহী নন। 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) নাটকের রাজা দণ্ডী অবশ্য ঘোটকরূপী উর্বশীকে নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু তাকে গৃহখর্জুরে তিক্তবিরক্ত নৃপতির বন্য তিন্তিড়ী ভক্ষণের ইচ্ছারূপে উপস্থাপিত করা যায় না। গিরিশচন্দ্রের বিদূষকগণ পোষ্টার কামনায় পূর্ণাহুতি দিতে চান না, পক্ষান্তরে তাঁকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করতে চান। পোষ্টার মঙ্গল কামনাই বিদূষকের একমাত্র কামনা। 'জনা' (১৮৯৪) নাটকের বিদূষক অগ্নিদেবকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজা নীলধ্বজের কোনো অমঙ্গল হলে তিনি অগ্নিদেবকেও ছেড়ে কথা কইবেন না। প্রাচীন বিদূষক ছিলেন কামরোগের 'রিলিফ', আধুনিক বিদূষক 'ট্রাজিক-রিলিফ'। একদা তাঁর হাসিতে অনঙ্গরঙ্গের গাঢ় প্রলেপ ছিল, এখন তাঁর হাসিতে ভক্তির ভাব-বিভোরতা এবং ভক্তশ্রেষ্ঠের মর্মজ্ঞতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। রাজেন্দ্রিয় প্রীতি কামনায় যার প্রারম্ভ, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় তার পরিণতি।

১। স্বপ্নপ্রয়াণ (জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯), পৃ-৪৫

গিরিশচন্দ্রের নাটকেই বিদূষকের শেষ অভিনয় নয়। এর পরেও খ্যাতনামা একাধিক নাট্যকারের আসরে স্বনামে অথবা বেনামে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি, যদিও সর্বাধুনিক নাটকের আসরে তিনি অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট। তাঁর অন্তর্ধানের নেপথ্যে সময়ের দাবী ও যুগের রুচি সমান ক্রিয়াশীল। রাজতন্ত্র আজ অতীতের ইতিহাস, ভক্তি আজ মধ্যযুগীয় সংস্কার। বিদূষক আজ অত্যন্ত বেমানান।

(তিন)

সংস্কৃত নাটকের হাস্যরসের প্রধান উৎস বিদূষক। সাধারণতঃ সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক (Erotic or Romantic drama) নাটকগুলিই এঁর বিচরণভূমি।[১] গুরুগম্ভীর (Serious or Heroic drama) নাটকে ইনি অনুপস্থিত। এই কারণেই ভাসের পৌরাণিক নাটকগুলিতে, মুদ্রারাক্ষসে, ভবভূতির রামায়ণ-নির্ভর নাটকগুলিতে বা বেণীসংহারে এঁর সাক্ষাৎ পাই না।[২]

বিদূষক যে রোম্যান্টিক নাটকের নিত্যসঙ্গী তার কারণ রোম্যান্টিক নাটকের মূল রস শৃঙ্গার এবং হাস্যরস এই শৃঙ্গার রসেরই অতিরিক্ত ফসল (by product)।[৩]

১। ভবভূতির মালতীমাধব রোম্যান্টিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকে বিদূষক চরিত্রের অনুপস্থিতি কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই নাটকের নায়কের পীঠমর্দই বিদূষকের স্থলাভিষিক্ত। পীঠমর্দ মকরন্দের আচার আচরণ বিদূষকেরই মতো।

২। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় অশ্ব ঘোষের বুদ্ধ নাটকে এবং পরবর্তীকালের রামায়ণ নির্ভর নাটকগুলিতে। তবে এই ব্যতিক্রম শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে, অশ্ব ঘোষের সময়েই বিদূষক সংস্কৃত নাটকের একটি অপরিহার্য ভূমিকায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে সব নাটক যেমন কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ বা মালবিকাগ্নিমিত্রম্), প্রকরণ (যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক) বা নাটিকা (যেমন শ্রীহর্ষের রত্নাবলী)-এর বিষয়বস্তু প্রেমমূলক সেইগুলিতেই নায়কের অপরিহার্য সহচররূপে বিদূষক নিত্য উপস্থিত।

৩। "শৃঙ্গারাদ্ধিভবেদ্হাস্যঃ", নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪০ ; অগ্নি পুরাণেও (৩৩৯।৭) বলা হয়েছে, "শৃঙ্গারাজ্জায়তে হাস্যো..."।

ভরত হাস্যরসকে শৃঙ্গার রসের অনুকরণ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] অভিনব গুপ্ত অবশ্য বিদূষককে উভয় (শৃঙ্গার এবং হাস্য) রসের রসিক বলেই উল্লেখ করেছেন।[২] ধনঞ্জয়ের মতে নায়কের অন্যতম সঙ্গী হলেন বিদূষক, যার কাজ কৌতুক-সৃষ্টি করা।[৩] নায়ক (যিনি সাধারণতঃ রাজা বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি) এবং বিদূষকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মৃচ্ছকটিক নাটকের বিদূষক মৈত্রেয় নায়ক চারু দত্তের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং চারু দত্তের মঙ্গলের জন্য তিনি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।[৪] অনুরূপ ভাবে বিক্রমোর্বশী নাটকের মানবক পুরুরবার প্রিয় সখা[৫], মালাবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের গৌতম অগ্নি মিত্রের আবাল্য সুহৃদ।[৬] মোটকথা সংস্কৃত নাট্যকারগণ রোম্যান্টিক নাটকগুলিতে রাজার সঙ্গে তাঁর প্রীতি ও আস্থা-ভাজন এই প্রিয় বয়স্যটিকে যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে"[৭] দিয়েছেন।

নায়কের সঙ্গে বিদূষকের এতখানি ঘনিষ্ঠতা থাকে বলেই তিনি নায়কের নিভৃততম চিন্তার শ্রোতা, গোপনতম কর্মের সহচর। একমাত্র বিদূষকের নিকটেই নায়ক তাঁর গোপন প্রণয়ের কথা প্রকাশ করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। এদিক দিয়ে বিদূষক যথার্থই নায়কের 'কাম-সচিব'[৮]—অর্থাৎ নায়কের প্রণয় ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ভাবপ্রকাশেও বিদূষককে 'কাম-সচিব' রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] আসল কথা এই যে,

---

১। "শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ"। নাট্যশাস্ত্র' ৬।৪১।

২। "হাস্যশৃঙ্গারাজত্বাদ্বিদূষকমিত্যুক্তম্" অভিনব ভারতী, পৃ. ৩৩

৩। অন্যো হাস্যকৃচ্চ বিদূষকঃ. দশরূপক. ২।১৩

৪। চারুদত্ত স্বয়ং মৈত্রেয় সম্পর্কে বলেছেন "সর্বকালমিত্রম্" ;
(দ্রষ্টব্য মৃচ্ছকটিক, প্রথম অঙ্ক)।

৫। বৎস ইতস্তব পিতুঃ প্রিয়সখং ব্রাহ্মণমশঙ্কিতো বন্দস্ব, বিক্রমোর্বশী, পঞ্চম অঙ্ক।

৬। ভো ভবতো বালবয়স্যোঽস্মি। তদ্ বিচারেণ বুদ্ধ্যায়া মে জনন্যা, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, চতুর্থ অঙ্ক।

৭। ভূমিকা, মুক্তির উপায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮। তুলনীয় বাৎসায়নের উক্তি "এতে বেশ্যানাং নাগরকানাং চ মন্ত্রিণঃ সন্ধিবিগ্রহনিযুক্তাঃ", (কামসূত্র-১)।

৯। "এতেস্তঃ কামসচিবাঃ পীঠমর্দো বিটস্তথা।
বিদূষকশ্চ সখ্যাদিপরিবারেণ সংযুতা ॥"
ভাবপ্রকাশনম্, পৃ. ৯৩

তিনি প্রেমিক নায়কের গোপন প্রণয়ের নিত্য সহচর। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজমন্ত্রী যখন রাজা অগ্নিমিত্রের নিকট বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তখন বিদূষক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। বিদূষককে দেখেই রাজা অগ্নিমিত্র বলে উঠলেন, "এই যে আমার অন্তকার্যের (অর্থাৎ প্রণয় ব্যাপারের) মন্ত্রী উপস্থিত।"[১] রাণী ইরাবতীও বিদূষককে 'কামতন্ত্র সচিব' বলেই উল্লেখ করেছেন আলোচ্য নাটকে।[২] অর্থাৎ বিদূষক রাজার গোপন প্রণয়ের মন্ত্রী হলেও তাঁর মন্ত্রীত্ব কিন্তু গোপন নেই। এ ব্যাপারে বিদূষকের পটুত্বের মতো, তাঁর নিন্দা-প্রশংসারও সীমা নেই। রত্নাবলী নাটকে বাসবদত্তার পরিচারিকা কাঞ্চনমালা উদয়নের প্রিয় বয়স্য বিদূষক বসন্তককে তাঁর যুদ্ধ ও শান্তির (অবশ্যই প্রণয় ব্যাপারে) পরিকল্পনা-চাতুর্যের জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের চেয়েও বড় রাজনীতিবিদ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

তবে সর্বোপরি বিদূষক হলেন হাস্যরসের মূর্তিমান অবতার। তাঁর প্রধান কাজ হল কৌতুকপ্রদ উক্তি বা আচরণের দ্বারা নায়কের (এবং সেই সঙ্গে নাটকের দর্শকদের) মনোরঞ্জন করা। বিদূষক শুধু অপরকে নিয়ে কৌতুক করে না, সময় বিশেষে নিজেকেও কৌতুকের পাত্র করে তোলে। নায়কের গভীর ভাব ও গম্ভীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদূষকের সহাস উক্তি ও আচরণগুলি ট্রাজিক-রিলিফের কাজ করে।[৪]

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক হাস্যরসের সৃষ্টি করেন যে কয়েকটি উপায়ে তার মধ্যে একটি হল অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ। বিদূষক ব্যতিক্রম বিহীনভাবেই বিকৃতবাক। শারদাতনয় বিদূষককে অশ্লীল বাকপটু রূপেই উল্লেখ করেছেন।[৫] ভরতের মতে অশ্লীল বাকজাত হাস্যরস কাব্যজ হাস্যের শ্রেণীভুক্ত।[৬] স্মরণীয় যে, প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কৃত নাটকেই কোনো না কোনো দাস বা দাসী জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে বিদূষকের

১। অয়মপরঃ কার্যান্তর সচিবোঽস্মাসুপস্থিতঃ, মালবিকাগ্নিমিত্রম, প্রথম অঙ্ক।
২। ইয়মস্য কামতন্ত্রসচিবস্য নীতিঃ, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, চতুর্থ অঙ্ক।
৩। রত্নাবলী, তৃতীয় অঙ্ক দ্রষ্টব্য।
৪। "His sallies and feats in mimicry relieve the tension of the feelings brought on by the serious sentiment of the hero."
Sanskrit Drama and Dramatists, K. L. Kulkarini, P. 48
৫। ভাবপ্রকাশনম্, পৃষ্ঠা ২৮২ দ্রষ্টব্য।
৬। কাব্যহাস্যং তু বিজ্ঞেয়মসম্বন্ধ প্রভাষণৈঃ।
অনর্থকৈর্বিকারৈশ্চ তথা চাশ্লীলভাষণৈঃ —নাট্যশাস্ত্র, ১২

কলহ বাধে এবং এই সূত্রে এই বিকৃতবাক মহাব্রাহ্মণের মুখ থেকে অশ্লীল গালাগালি বর্ষিত হতে থাকে। 'দাস্যাপুত্রী' বা 'দাস্যপুত্র' শব্দটি বিদূষকের একটি প্রিয় সম্বোধন পদ। মৃচ্ছকটিক নাটকে মৈত্রেয় শকারকে 'কুট্টিনীপুত্র' এবং 'কুলটা পুত্র' বলে সম্বোধন করেছে।[১] মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে গৌতম ইরাবতীর পরিচারিকাকে 'দাস্যসুতা' বলে গালাগালি দিয়েছে।[২] শ্রীহর্ষের বিদূষকের মুখেও অনুরূপ অশ্লীল সম্বোধন শ্রবণগোচর হয়। 'গর্ভদাসী' (অর্থাৎ যে জন্ম থেকেই দাসী এবং যার মায়ের সঙ্গে মনিবের অবৈধ সম্পর্ক বর্তমান) সম্বোধনটি বসন্তকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়।[৩] ভাসের বিদূষকের মুখে কিছু অভিনব সম্বোধন শুনি যদিও লক্ষ্যে এবং তাৎপর্যে সেগুলি অন্যান্য বিদূষকগণ কর্তৃক উচ্চারিত সম্বোধন পদের সঙ্গে একরূপ। ভাসের বিদূষকের মুখে শুনি 'গণ্ডভেদদাসী', 'কুম্ভদাসী', 'অর্ধমিষ্টদাসী' ইত্যাদি শব্দগুলি।[৪] রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাটকে বিদূষক চেটীকে গালাগালি দয়েছে—দাসীপুত্রী, ভবিষ্যৎকুট্টিনী, নির্লক্ষণা, অবিচক্ষণা, পরপুত্র বিট্টালিনী, রথ্যালুণ্ঠিনী, ভ্রমরটেণ্টা, টেণ্টাকরাল ইত্যাদি বিশেষণের প্রয়োগ করে।[৫] সংস্কৃত নাটকের দাসীজাতীয়া চরিত্রের সঙ্গে বিদূষকের বিরোধের কথা সর্বজনপরিজ্ঞাত এবং এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই বিদূষকের মুখে অশ্লীল কথার খই ফুটেছে।[৬]

বিদূষক যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে তার কিছুটা আঙ্গিক, কিছুটা বাচিক। তার অঙ্গ বিকৃত এবং কুৎসিত। বিদূষক এমন একজন কৌতুকাভিনেতা যে তার বিকৃত অঙ্গ, অদ্ভুত বাচনভঙ্গি এবং বিকৃত বেশভূষার দ্বারা

১। দ্রষ্টব্য মৃচ্ছকটিক, নবম অঙ্ক।

২। দ্রষ্টব্য মালবিকাগ্নিমিত্রম্, তৃতীয় অঙ্ক।

৩। (ক) "মুখরা খল্বেষা গর্ভদাসী", রত্নাবলী, দ্বিতীয় অঙ্ক।
(খ) "যাবদেব গর্ভদাস্যাঃ সুতা নাগচ্ছতি", প্রিয়দর্শিকা, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৪। অভিমারক, দ্বিতীয় অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৫। "...দাসীএ ধূএ, ভবিস্সকুট্টিনি, নিল্লক্খণে, অবিঅক্খণে,...পরপুত্ত বিটালিনি, রচ্ছালোট্টানি, ভমলটেংটে, টেংটাকরালে...", কর্পূরমঞ্জরী, প্রথম যবনিকান্তর।

৬। "It is significant that these abusive terms are employed generally speaking, by the Vidusaka with reference to a maid with whom he has to deal in the drama."

The Vidusaka : Theory and Practice, J. T. Parikh, P. 35

হাস্যরস সৃষ্টি করে।[১] অঙ্গবিকৃতি বিদূষকের হাস্যরসের একটি প্রধান উৎস। ভরত বিদূষকের যে ছবি এঁকেছেন তা এইরূপ—বামনাকৃতি, দাঁত উঁচু, মাথায় টাক, চক্ষু রক্তবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ কুব্জ এবং মুখটি কুৎসিত। এইরূপ একটি কিম্ভূত-কিমাকার মানুষ যখন নিজেকে পরম রূপবান পুরুষ রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করে তখন হাসি চেপে রাখা মুস্কিল। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মানবক জানতে চেয়েছে, পুরুষের মধ্যে সে যেমন রূপে অদ্বিতীয়, রমণীর মধ্যে উর্বশীও তদ্রূপ কিনা।[২] নাগানন্দ নাটকের বিদূষক আত্রেয় চতুরিকাকে দুঃখ করে বলেছে যে, তাদের মধ্যেও একজন দর্শনীয় রূপবান (অর্থাৎ সে নিজে) বর্তমান, তবে কিনা ঈর্ষাবশতঃই তার কথা কেউ বলছে না।[৩]

ভরত বিদূষকের যে দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বিদূষককে বিকৃত দর্শন ব্যক্তিরূপে পরিচিহ্নিত করা গেলেও তাকে নররূপী বানর আখ্যা বোধ হয় দেওয়া যায় না। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, নাট্যকারগণ তার যে ছবি এঁকেছেন তাতে তার মর্কট রূপটাই অতিমাত্রায় প্রকট। বিক্রমোর্বশী নাটকে মানবককে খুঁজতে এসে এবং তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিপুণিকা মন্তব্য করেছে, "এই যে আর্য মানবক কোনো না কোনো কারণে চিত্রার্পিত বানরবৎ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।"[৪]

রত্নাবলী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নায়িকা সাগরিকা যখন রাজগৃহের শৃঙ্খলমুক্ত বানরের ভয়ে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন তখন সেখানে বিদূষক বসন্তকের আগমন ঘটে। দূর থেকে বিদূষককে দেখে এস্ত নায়িকা সখী সুসঙ্গতাকে বলেছেন যে বানরটি তাদের দিকেই তাড়া করে আসছে।[৫] এখানে সাগরিকা নিশ্চয়ই বিদূষককে নিয়ে রসিকতা করেননি, কেননা রসিকতা করার মানসিকতা তখন তাঁর আদৌ ছিল না। সখী সুসঙ্গতা অবশ্য বিদূষককে চিনতে পেরেছিলেন

১। বিকৃতাঙ্গব চোবেষৈর্হাস্যং কুর্বন্নাদ্বিদূষকঃ ভাবপ্রকাশ, পৃ. ১৪।

২। কিং তত্রভবত্যুর্বশী অহমিব সুরূপতয়াদ্বিতীয়া রূপেন।

৩। 'অস্মাকমপি মধ্যে দর্শনীয়ো জনোঽস্ত্যেব। কেবলং মৎসরেণ কোঽপি ন বর্ণয়তি", নাগানন্দ, তৃতীয় অঙ্ক।

৪। 'এষ খলু আলিখিত ইব বানরঃ কিমপি তুষ্ণীংভূত আর্যমাণবকস্তিষ্ঠতি', বিক্রমোর্বশী, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৫। সুসঙ্গতে, জানতে পুনরপি দুষ্টবানর ইত এ বাগচ্ছতি। রত্নাবলী, দ্বিতীয় অঙ্ক।

এবং প্রিয় সখীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন যে, আগতপ্রায় প্রাণীটি বানর নয়, রাজবয়স্য আর্য বসন্তক।[১] ঘটনাটির তাৎপর্য এই যে, বিদূষকের চেহারা এমনি যে লোকে তাকে কখনো কখনো বানর ভেবে ভুল করত। কৌমুদী মহোৎসব নাটকের নায়িকার সহচরী নিপুণিকার চক্ষে বিদূষক মর্কট রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।[২] বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। এই নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজা এবং বিদূষক একটি ছবি দেখছেন যেখানে একটি বানরের চিত্রও আছে। বিদূষক চারায়ণ একটি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছে, "এই যে এখানে রাজগৃহের বামন মর্কট টপ্‌পর কর্ণের চিত্র।" রাজা জবাব দিয়েছেন এটা তারই (বিদূষকের) চিত্র। বিদূষক রেগে গিয়ে বলেছে তার চিত্র অঙ্কন করা অত সহজ নয়। একমাত্র তার স্ত্রীই জানে সে কত সুন্দর। তার স্ত্রী তাকে প্রত্যক্ষ দেবতার মতো সুন্দর বলেই জানে।[৩]

শুধু রাজা বা রাজপরিবারের লোকজন নয়, সাধারণ লোকেরাও বিদূষকের বানরাকৃতি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে সংস্কৃত নাটকে। নাগানন্দ নাটকের বিট[৪] এবং চেট[৫] দুজনেই বিদূষককে কপিল মর্কট বলে সম্বোধন করেছে।

বিদূষক নিজেও এ বিষয়ে সচেতন এবং এ সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি ও বর্তমান। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা অগ্নিমিত্র যখন মালবিকার সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত তখন হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন রানী ইরাবতী। রানী ইরাবতীর আগমনের ফলে রাজা এবং বিদূষক উভয়েই বিব্রত এবং বিমূঢ়। ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসে যে, রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী একটি পিঙ্গল বানর দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে এবং কাজেই রাজার এক্ষুনি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন

১। সুসঙ্গতা (বিহস্য)—অয়ি কাতরে মা বিভীহি। ভর্তুঃ পরিপার্শ্ববর্তী খল্বেষ আর্যবসন্তকঃ। ঐ

২। নিপুণিকা (আত্মগতম্) ক এষ আকৃত্যা মর্কটকো বাচা গর্দভঃ। কৌমুদী মহোৎসব, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৩। এষ পুনর্মন্দুরামর্কটঃ টপ্‌পর কর্ণো নাম।
রাজা—সখে ত্বমেবালিখিতঃ।
বিদূষকঃ—নাহং লিখিতুং জ্ঞাতঃ। ব্রাহ্মণী জানাতি
যাদৃশোহম্। সা মাং ভণতি ত্বং প্রত্যক্ষো দেব ইতি।"
—বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা, প্রথম অঙ্ক।

৪। অরে কপিলমর্কট ত্বমপি মাং পরিহসসি।..., নাগানন্দ, তৃতীয় অঙ্ক।

৫। ক ক কপিলমর্কট পলায়সে। ঐ

করা প্রয়োজন। এই বানরটি তাদের বিব্রত অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে বলে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত বিদূষক বলেছে, "ধন্য পিঙ্গল বানর ধন্য, তুমি ঠিক সময়ে তোমার স্বপক্ষকে পরিত্রাণ করতে এসেছ।"[১] লক্ষণীয় যে, বিদূষক নিজেকে বানরের 'স্বপক্ষ' বলে উল্লেখ করেছে। এর চেয়েও স্পষ্টভাবে বিদূষক নিজের মর্কটাকৃতির কথা স্বীকার করেছে বিক্রমোর্বশী নাটকে। এই নাটকে রাজা পুরুর বা যখন রাজপুত্রকে বিদূষকের চেহারা দেখে ভয় না পেয়ে তাকে সম্মান জানাতে বললেন তখন বিদূষক বলে উঠল, "উনি কেন আমাকে ভয় পাবেন। বনে বাস করে উনি নিশ্চয়ই বানর দেখেছেন।"[২]

আত্রেয়ও ঠিক এই কথাই বলেছে নাগানন্দ নাটকে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চতুরিকা তার রূপবর্ণনা করতে রাজি হলে পর বিদূষক আনন্দ প্রকাশ করে বলেছে, "আঃ আমি বাঁচলাম। দয়া করে তাই কর যাতে আর কখনো এরা আমাকে কপিলমর্কটসদৃশ না বলে।"[৩] সংস্কৃত নাটকের বিদূষক আকৃতিতে বানর হলেও জাতিতে কিন্তু ব্রাহ্মণ। ভরতের মতে বিদূষক 'দ্বিজন্মা'।[৪] সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাকে ব্যতিক্রমবিহীনভাবেই দ্বিজরূপে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিজ হওয়ার জন্য বিদূষক কখনো কখনো পুরোহিতের কাজও করে। গৌতম, মানবক এবং শ্রীহর্ষের বসন্তককে পুরোহিত কর্ম সম্পাদন করতে এবং তজ্জন্য দক্ষিণাদি লাভ করতেও দেখা যায়। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদূষক নামেই ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের কোনো পরিচয় তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, সে অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। নৃপতির নর্ম সহচর বলেই হোক অথবা যে-কোনো কারণেই হোক নিজের সমাজেও বিদূষক কল্কে পায় না। প্রায়ই তার সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মুখে যে দুটি বিশেষণ (ব্রহ্মবন্ধু এবং মহাব্রাহ্মণ) উচ্চারিত হতে শুনি সেগুলি আর যাই হোক গৌরব-বা শ্রদ্ধা-বাচক নয়। ব্রহ্মবন্ধু শব্দটির

১। সাধু রে পিঙ্গলবানর সাধু। সুষ্ঠু পরিত্রাতস্ত্বয়া স্বপক্ষঃ।
মালবিকাগ্নিমিত্রম্, চতুর্থ অঙ্ক।

২। কিমিতি শঙ্কিষ্যতে। নন্বাশ্রমবাসপরিচিত এব শাখামৃগঃ।
---বিক্রমোর্বশী, পঞ্চম অঙ্ক।

৩। জীবাপিতোঽহস্মি। তৎকরোতু ভবতী প্রসাদম্। যেনৈষ মাং পুনরপি ন ভণতি ত্বমীদৃশস্তাদশঃ কপিলমর্কটাকার ইতি। নাগানন্দ, তৃতীয় অঙ্ক

৪। বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ।, নাট্যশাস্ত্র, ২৪

অর্থ যে জন্মগুণেই ব্রাহ্মণ, কর্মে নয়।[১] বিক্রমোর্বশী[২] এবং মালবিকাগ্নিমিত্র[৩] নাটকে বিদূষকের সম্পর্কে এই বিশেষণটি ঘৃণার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রানী ইরাবতী যখন জানতে পারলেন যে, বিদূষকের কৌশলেই রাজা গুপ্তগৃহে বন্দিনী মালবিকার প্রণয়-সুখ উপভোগের সুযোগ পেয়েছেন তখন তিনি বলেছেন, "উববণ্ণং। সচ্চং অঅং এত্থ ব্রহ্মবন্ধুণা কিদো পওও। ইঅং অস্‌স কামতন্তস্‌স সচিবস্‌স নীদী।" অর্থাৎ "তাই বটে। সত্যই এই ব্রাহ্মণবেশী গৌতম কর্তৃক এই কার্য সাধিত হয়েছে। রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী এই লোকটার নীতিই বটে।"[৪] এখানে ব্রহ্মবন্ধু বিশেষণটি যে ঘৃণ্য অপবাদের পর্যায়বাচী সে কথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহাব্রাহ্মণ বিশেষণটিও বিদূষকের শিরোপা নয়, তিরস্কার। মহাব্রাহ্মণ বলে প্রকারান্তরে তাকে ব্যঙ্গই করা হয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক গৌতম মালবিকাকে আরো কিছুক্ষণ রাজসভায় আটকে রাখতে চায়। উদ্দেশ্য, রাজা অগ্নিমিত্র যেন আরো কিছুক্ষণ মালবিকার রূপযৌবন দু-চোখ ভরে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। সেইজন্য মালবিকার নৃত্যগীতের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল সে। মালবিকা প্রথম নৃত্য পরিবেশনের পূর্বে ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ তার) সমাদর না করে গুরুতর অন্যায় করেছে,[৫] এই হল বিদূষকের সমালোচনার সারমর্ম। বিদূষকের কথা শুনে মালবিকার শিক্ষাগুরু গণদাস ব্যঙ্গ করে বলেছেন— "মহাব্রাহ্মণ! এই নাট্য প্রদর্শন আজই সর্বপ্রথম নয়। নতুবা অর্চনীয় ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার অর্চনা করব না কেন!"[৬] অনুরূপভাবে প্রিয়দর্শিকা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক বসন্তক যখন তার ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রমাণ ও পরিচয় দিতে

১। ব্রহ্মবন্ধুরধিক্ষেপে নির্দেশে চ দ্বিজন্মনাম্।—বিশ্বকোষ

২। তৃতীয় অঙ্ক, নিপুণিকার উক্তি দ্রষ্টব্য।

৩। ভুঅঙ্গভীলুঅং ব্রহ্মবন্ধুং ইমিণা ভুঅঙ্গকুডিলেন দণ্ডকট্ঠেণ তজ্জস্সিদা ভীসেমি" (ইরাবতীর উক্তি), মালবিকাগ্নিমিত্রম্, চতুর্থ অঙ্ক।

৪। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনূদিত। কালিদাস গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ)।

৫। পঢ়মোবদেসদংসণে পঢ়মং বম্হণপূজা কাদব্বা, সা নং বো বিস্সুমরিদা।— মালবিকাগ্নিমিত্রম্, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৬। মহাব্রাহ্মণ! ন খলু প্রথমং নেপথ্যপ্রদর্শনমিদম্। অনথ্যা কথং ত্বাং অর্চ্চনীয়ং নার্চ্চয়িষ্যামঃ।' মালবিকাগ্নিমিত্রম্, দ্বিতীয় অঙ্ক।

গিয়ে বেদের সংখ্যা বর্ণনা করেছে তখন উদয়ন তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "মহা-ব্রাহ্মণ বেদের সংখ্যা থেকেই তোমার ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হয়েছে।"[১]

অবশ্য অপরে তাকে ব্যঙ্গ করে বললেও বিদূষক কিন্তু তার এই 'মহাব্রাহ্মণ' বিশেষণটিকে বিশেষ গৌরবসূচক সম্বোধন বলেই স্বীকার করে নিয়েছে এবং এই অভিধা তার অহংবোধকে মাত্রাতিরিক্তরূপেই পরিতৃপ্ত ও উল্লসিত করেছে। যারা বিদূষকের এই মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত তারা শুধুমাত্র এই শব্দটির প্রয়োগ করেই তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছে। কাউকে বোকা বলে বোকা বানানোর মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। সংস্কৃত নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রী এবং সেই নাটকের দর্শকবৃন্দ বিদূষকের মূর্খতার মূল্যে হাসির হাটে হরির লুট কুড়িয়েছেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের প্রথম অঙ্কে চারুদত্তের পরিচারিকা রদনিকা শকার এবং বিটের হাতে ধর্ষিতা হয়েছিল। বিদূষক এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং তীক্ষ্ণ নিন্দা করলেও শেষপর্যন্ত সে কিন্তু বিটকে নির্দোষ বলেই ঘোষণা করল। কারণ বিট তাকে 'মহাব্রাহ্মণ' বলে সম্বোধন করেছিল।[২] বিদূষক যে যথার্থই মহাব্রাহ্মণ ঘটনাটি তার অনস্বীকার্য অভিজ্ঞান। পার্থক্য শুধু এই যে শব্দটির নিজস্ব অর্থ এবং তার নিজের অর্থের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা উদয়নের কাছ থেকে বিদূষক জানতে চাইল তাঁর দুই রানীর মধ্যে কোনজন শ্রেষ্ঠ। রাজা বিদূষকের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। বিদূষক মুখ খুলতে নারাজ। কিন্তু রাজা তাকে 'মহাব্রাহ্মণ'[৩] বলে সম্বোধন করতেই কাজ হল। বিদূষক মুখ খুলল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অপরে যাই ভাবুক বিদূষক কিন্তু তার এই মহাব্রাহ্মণ অভিধাটিকে প্রকৃতই বিশ্বাস করে। তার বিশ্বাস এবং আমাদের অবিশ্বাসের সংঘাতে চরিত্রটির চতুর্দিকে হাস্যরসের বন্যা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে বিদূষকের নামটি হবে হয় বসন্তকালবাচক নয় পুষ্পবাচক কোনো শব্দ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন।[৪]

১। বেদ সংখ্যয়ৈবাবেদিতং ব্রাহ্মণ্যম্। তদাগচ্ছ মহাব্রাহ্মণ।, প্রিয়দর্শিকা, দ্বিতীয় অঙ্ক।

২। মহাব্রাহ্মণ মর্ষয় মর্ষয়, মৃচ্ছকটিক, প্রথম অঙ্ক।

৩। প্রসীদতু প্রসীদতু মহাব্রাহ্মণঃ, স্বপ্নবাসবদত্তা, চতুর্থ অঙ্ক।

৪। কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ, সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ সর্গ।

অশ্বঘোষের নাটকে এই রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করি; সেখানে বিদূষকের নাম 'কুমুদগন্ধ'[১]। ভাস তাঁর উদয়ন-নাটকগুলিতে বিদূষকের নাম রেখেছেন 'বসন্তক'। শ্রীহর্ষও উদয়নের জীবন কথা অবলম্বনে রচিত নাটকগুলিতে বিদূষকের নাম 'বসন্তক'-ই রেখেছেন। অবশ্য সব নাট্যকার এই নিয়মটিকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন নি। কালিদাস, শূদ্রক, রাজশেখর ইত্যাদি নাট্যকারগণ বিদূষককে বিভিন্ন ও বিচিত্র নামে বিভূষিত করেছেন। রসার্ণবসুধাকরের মতে বিদূষকের নাম হওয়া উচিত বসন্তক, কাপিলেয় ইত্যাদি।

ভরত যাই বলুন না কেন সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছে। নায়কের নর্মসহচর রূপে সংবাদ আদান প্রদানের দায়িত্ব তারা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছে। স্বপ্নবাসবদত্তার বসন্তক, মালবিকাগ্নিমিত্রের গৌতম, প্রিয়দর্শিকার বিদূষক, মৃচ্ছকটিকের মৈত্রেয়, রত্নাবলী ও শকুন্তলার বিদূষকের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদূষকের নির্বুদ্ধিতাকে কেন্দ্র করে নাটকের প্লট রচনার সুযোগ নিয়েছেন কালিদাস। কালিদাসের বিদূষক রাজার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রয়োজনে স্পষ্ট কথা বলতে বা সমালোচনা করতেও পিছপা হয় নি। অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে রাজা যখন শকুন্তলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন বিদূষক রাজার মুখের উপরেই বলে দিয়েছে যে, খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি হলে যেমন তেঁতুল খেতে ইচ্ছে করে, শ্রেষ্ঠ রমণীসম্ভোগের পর রাজারও মনের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে।[২]

মধুসূদনের নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক পুনর্জীবিত হয়েছে। বাংলা নাটকের রাজপথে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের প্রথম সগৌরব আবির্ভাব মধুসূদনের কল্যাণেই।[৩] প্রণয়রসের পশ্চাদ্‌গামী হাস্যরসের এই মূর্তিমান অবতারটিকে প্রথমে

১। দ্রষ্টব্য—Sanskrit Drama, Keith, P. 85

২। "জহ কস্‌স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্‌স তিন্তিলীএ, অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভোইণো ভবদো ইঅং অব্‌ভত্থণা", অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌, দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

৩। মধুসূদনের পূর্বেও নাট্যকারগণ বিদূষক চরিত্রটিকে নাটকের মধ্যে স্থান প্রদান করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত, 'সবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) নাটকের বিদূষকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সেখানে বিদূষকের পরিপূর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় না।

আমন্ত্রণ জানিয়ে পরে প্রত্যাখ্যান করেছেন মধুসূদন এবং এই আবাহনও বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই পরবর্তীকালের নাট্যকারগণের পথ প্রদর্শনও করেছেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের সবটুকু হাস্যরস বিদূষককে কেন্দ্র করেই বিকশিত। পদ্মাবতী নাটকে বিদূষক আছে কিন্তু হাস্যরসের রাজ্যে তার একচ্ছত্র অধিকার নেই। শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতীর বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অবিকল প্রতিলিপি যদিও পদ্মাবতী নাটকের হাস্যরস-সৃষ্টিতে বিদূষকই একমাত্র নায়ক নয়, অপরাপর পরিকগণও উপস্থিত। তন্মধ্যে কঞ্চুকী প্রধানতম। কৃষ্ণকুমারী নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক আমূল পরিবর্তিত, নামে, কর্মে এবং স্বভাবে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের দেহে পাশ্চাত্য নাটকের ভিলেন বা খল-প্রতিনায়কের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কৃষ্ণকুমারী নাটকে। ধনদাস মাধব্য বসন্তক ইত্যাদির বংশোদ্ভূত হলেও সে যে জারজ সে সম্পর্কে তিলমাত্র সংশয় নেই। শেষ নাটক মায়াকাননে বিদূষক নির্বাসিত। এই নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির নূতন উপকরণ সংগ্রহ করেছেন মধুসূদন এবং তা করেছেন বিদূষককে বাদ দিয়েই।

মায়াকাননে নাটকে 'গৃহ-খর্জুরে বিরক্ত এবং বন্য তিন্তিড়ি"—আসক্ত কোনো রাজা বা রাজপুত্র নেই। কাজেই নর্মসহচর বিদূষকের প্রয়োজনীয়তাও নেই। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকে তো পুষ্পে পুষ্পে মধু বিলাসী জয়সিংহ বর্তমান। তাঁর যে একটি নর্মসহচরের প্রয়োজন ছিল স্বয়ং ধনদাসই তার প্রমাণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধুসূদন তাঁর তৃতীয় নাটক থেকেই সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকের নিত্য সহচর এই চরিত্রটিকে আমূল বদলে দিলেন। মধুসূদনের তৃতীয় নাটক কৃষ্ণকুমারীতে প্রাচ্য কল্পনা মন্দীভূত, পাশ্চাত্য চেতনা সর্বাধিক সক্রিয়। মধুসূদনের নাটকে প্রাচীন বিদূষক চরিত্রের এই নবীন রূপটি পরবর্তীকালে নাট্যকারগণের কল্পনাকে উত্তেজিত এবং লেখনীকে চঞ্চল করেছে। তাঁরাও প্রাচীন বিদূষকের নব নব প্রতিমূর্তি গঠনে উৎসাহী হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র বিদূষককে প্রণয়রসের পিচ্ছিল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভক্তিরসের পূজাগৃহের পুরোহিত পদে তাকে বরণ করেছেন।[১] দ্বিজেন্দ্রলাল এই অশিক্ষিত মানুষটিকে "এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী"র মর্যাদা দিয়েছেন।[২]

মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠার বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের কার্বন

১। 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব' ইত্যাদি নাটকের বিদূষক চরিত্রগুলির কথা স্মরণীয়।

২। 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রটি স্মর্তব্য।

কপি। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের মাধব্যকে এখানে পুনরায় প্রত্যক্ষ করি। শর্মিষ্ঠার বিদূষক রাজার ভাষায় "উদরদেবের একজন প্রধান বরপুত্র"[১] অন্যত্র রাজা তাকে স্পষ্টতই "ঔদরিক ব্রাহ্মণ" বলে উল্লেখ করেছেন।[২] স্বয়ং বিদূষকের স্বীকারোক্তি "ওহে, আমরা উদর দেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না।"[৩] বিদূষক সব পারে, পারে না শুধু ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে। তাই তার কাছে যমুনার মাহাত্ম্য গঙ্গার মাহাত্ম্যের চেয়ে বেশী, কারণ যমুনায় স্নান করলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। "মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর দুটি নাই। তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম। কিন্তু মা তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়" (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) ঔদরিক ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সংলাপ।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো শর্মিষ্ঠার বিদূষক ও যুদ্ধের নাম শুনেই ভয় পায়। ক্ষত্রিয়েরা কেন যে যুদ্ধের নামে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এ কথা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না।[৪]

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক বুদ্ধিমান কিন্তু তার 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। শর্মিষ্ঠার বিদূষকও তাই। সে পাণ্ডিত্যের ভাণ করতে গিয়ে শুধু অপ্রস্তুতই হয়। রাজপুত্রের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে বিদূষক বলেছে, "...আহা কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!...আর না হবেই বা কেন? 'পিতা যস্য, পিতা যস্য'—আ হা হা! কবিতাটি বিস্মৃত হলেম যে?"[৫] রাজা ঠিকই বলেছেন যে, ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্য দ্রব্যের নাম ছাড়া অন্য কিছু মনে না পড়াই স্বাভাবিক।[৬]

১। "রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে। তবে তুমিও ত একজন মহাকবি, কেননা, সেই উদর দেবের তুমি একজন প্রধান বরপুত্র।" শর্মিষ্ঠা, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

২। ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?", শর্মিষ্ঠা, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩। শর্মিষ্ঠা, পঞ্চমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৪। "...কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একবারে নেচে উঠেন। ছিঃ! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব! এঁদের কবি ভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহিরে হতে পারে?...", শর্মিষ্ঠা, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫। শর্মিষ্ঠা, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

শর্মিষ্ঠার বিদূষক রাজার প্রিয় বয়স্য, রাজার শুভাশুভের চিন্তায় কাতর, কিন্তু প্রয়োজনে স্পষ্ট কথা বলতে তার বাধে না। এই স্পষ্ট কথাগুলি রসিকতার মোড়কে পরিবেশিত হলেও এগুলির যাথার্থ অনস্বীকার্য। Common sense truth-কে এত অনায়াসে এবং অকুতোভয়ে রাজকর্ণে নিবেদনের ক্ষমতা ও দক্ষতা আর কোনো চরিত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। শর্মিষ্ঠা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে প্রণয় মুগ্ধ রাজা যখন কাব্যের ভাষায় নিজ বিরহ বেদনা প্রকাশ করেছেন তখন বিদূষক ঠাট্টা করে বলেছে যে, আজ বোধহয় রাজার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী ভর করেছেন। রাজা জানতে চেয়েছেন যে যদি তাঁর প্রতি বাগ্‌দেবী সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হয়েই থাকে তবে সেটা কি খুব দোষের বিষয়! বিদূষক হেসে বলেছে, "এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন; আর রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।"[১] অলস কাব্যচর্চা (গূঢ় অর্থে প্রণয় চর্চা) যে রাজকীয় ক্ষাত্রধর্মের পরিপন্থী এই সহজ সত্যটা পরিহাস-কটাক্ষপাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখানে।

রাজার বিরহ বেদনা দূর করার জন্য শর্মিষ্ঠা নাটকের বিদূষক একটি নটীকে নিয়ে এলে রাজা রমণীটির পরিচয় জানতে চাইলেন। বিদূষক তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় জানালে, "ইনি স্বয়ং উর্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।"[২] বিদূষকের বর্ণনা শুনে রাজা তাকে 'রসিক চূড়ামণি' বলে উল্লেখ করলে বিদূষক 'কৃতাঞ্জলিপুটে' বলেছে, "... মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য কি?[৩] ঘুরিয়ে নাক দেখানো একেই বলে। রাজার চরিত্রের প্রতি অপূর্ব কটাক্ষপাত। কথাগুলিকে সহনশীল করার জন্যই "কৃতাঞ্জলি পুটে" বলার প্রয়োজন ছিল। ঐ দৃশ্যেই কাঙ্ক্ষিত রমণী ভিন্ন অন্য রমণীর সঙ্গ সুধালাভে অনিচ্ছুক রাজার "সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?" মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদূষকের হাজির জবাব "চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে"—তার বাস্তব বুদ্ধি ও যোগ্য উত্তরদান ক্ষমতারই আশ্চর্য অভিজ্ঞান। আসলে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো মধুসূদনের নাটকের বিদূষককেও হাজির জবাব (Repartee)-এ

১। শর্মিষ্ঠা, দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
২। ঐ
৩। ঐ

পরাস্ত করা কঠিন। তার মুখ যেমন আলগা, বুদ্ধিও তেমনি ক্ষুরধার। শর্মিষ্ঠা নাটকের পঞ্চমাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে বিদূষক যখন নাগরিকগণের নিকট ফলার প্রার্থনা করে বলেছেন, "সকল কার্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণ : ভোজনটা আবশ্যক", তখন দ্বিতীয় নাগরিক ব্যঙ্গ করে বলেছে, "হ্যাঁ, তা গো-ব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য।" একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বিদূষকের হাজির জবাব, "বটে? তবে ভালই হলো! অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গো-ব্রাহ্মণ দুয়েরই সেবা করা হবে।"

বিদূষক প্রণয় ব্যাপারের মন্ত্রী, কিন্তু প্রণয় রসের উপাসক নয়। এ ব্যাপারে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সখীদের সঙ্গে তার মিল আছে। মাঝে মাঝে বিদূষক নটীদের নিয়ে রগড় করে বটে তবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য 'মজা দেখা এবং মজা মারা'। শর্মিষ্ঠা নাটকের পঞ্চমাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে জনৈকা নটীকে নিয়ে বিদূষক এইরূপ একটি দৃশ্যের আয়োজন করেছে।

বিদূষক। …(নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এদিকে কোথায় বল দিখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন?

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূষক। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান? আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা।[১] তা তুমি যখন এসেছ, তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিনি, এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্ছি।

বিদূষক। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেইখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামুনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূষক। হ্যাঁ, তা বৈ কি? (নৃত্য)

নটী। কি উৎপাত। [বেগে প্রস্থান]

বিদূষক। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্চে।"

১। বিদূষকের প্রত্যুত্তর প্রদান দক্ষতার আর একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত

পদ্মাবতী নাটকের বিদূষকের নাম মানবক।[১] তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং এ নিয়ে তাঁর একটু অহঙ্কারও আছে।[২] প্রেম, প্রণয় ইত্যাকার রাজকীয় ব্যাপারগুলি তাঁর কাছে পাগলামিরই নামান্তর। "মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্‌লামি। আর আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানারকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই, তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলাভাতে, কি বেগুনপোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি?"

মানবক যথার্থই ঔদরিক। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাটকের বিদূষক যেমন প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়েও মিষ্টান্নের উপমা প্রয়োগ করেছে,[৩] মানবকও তেমনি তুলনার কথায় মিষ্টান্নের উল্লেখ না করে পারে নি। শুধু জাগ্রত অবস্থায় নয়, স্বপ্নেও এর চোখে মিষ্টান্নের ছবি ভাসে। রাজার প্রণয়চিন্তার পাশাপাশি বিদূষকের অন্নচিন্তার চিত্র তুলে ধরে সংস্কৃত নাট্যকারগণ সুকৌশলে সামন্ততান্ত্রিক প্রণয় বিলাসের প্রতি সুনিপুণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন।[৪] মধুসূদনের নাটকেও প্রণয় পিপাসার বৈপরীত্যে ক্ষুৎপিপাসার ছবি চমৎকার ফুটেছে। পদ্মাবতী নাটকের রাজা যখন মানবককে সরোবরে কমলিনীর স্বয়ংবর দর্শনে আমন্ত্রণ জানালেন তখন—

"বিদূষক। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্ত বিনোদন কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূষক। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ আমার কাছে কি ওসব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্যদ্রব্য এই দুটার একটা না

১। "রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো।" পদ্মাবতী, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

২। "বিদূষক। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না। আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।" (ঐ)

৩। আকাশের অর্ধচন্দ্র বিদূষকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে "খংগু মোদঅ সরিসো", কর্পূরমঞ্জরী দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রষ্টব্য **Sanskrit Drama and Dramatists, K. P. Kulkarini.**

একটা হলে কি আমি উঠি।"[১] বিদূষক যে নেহাৎ পেটের জ্বালাতেই রাজ-প্রণয়ের সর্পিল পথের পান্থসখা সে কথাটি স্বয়ং বিদূষকের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে পদ্মাবতী নাটকে। "দূর কর মেনে! একি সামান্য যন্ত্রণা; ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ঘিরে বেড়াই সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়।..."[২] বীরবল একঅর্থে যথার্থই বলেছেন যে, বিদূষকের রসিকতা নেহাৎই পেটের দায়ে রসিকতা।

মানবক শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নির্বোধ নয়। তার নিজের ভাষায়, "তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস, তবে কিনা, একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠতে পাত্যেম।"[৩] মানবকের উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো মধুসূদনের নাটকের বিদূষকগণও রণভীরু। বিদূষকের ভীরুতাকে কেন্দ্র করে মধুসূদন হাস্যরসের অবতারণা করেছেন পদ্মাবতী নাটকে।[৪] রাজা নেপথ্য থেকে ভয় দেখালেন বিদূষককে। ভয়ে ভীত বিদূষক রাজনিন্দা করতেও বাধ্য হল। কিন্তু যখনই সে জানতে পারল যে, নেপথ্যবাসী জীবটি ভূত বা দৈত্য নয়, স্বয়ং রাজা ইন্দ্রনীল তখন সে সমস্ত ব্যাপারটাই হেসে উড়িয়ে দিল এবং রাজার পাপস্খালনের জন্য সে যে জ্ঞাতসারেই রাজনিন্দা করেছে সে কথাও রাজাকে অম্লান বদনে শুনিয়ে দিল: "বয়স্য পাপ কর্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্ ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্তবারি পান কত্যে হলো।"[৫] প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে নিয়ে আসতে এ ব্রাহ্মণের জুড়ি মেলা ভার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী নাট্যকারগণ ঠিক এইভাবেই বিদূষকের ভীরুতাকে কেন্দ্র করে নাটকে রঙ্গরস সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য।

দীনবন্ধুর "কমলে কামিনী" নাটকে ভীরু বক্কেশ্বরকে বোকা বানানোর যে প্রয়াস মকরকেতন এবং শিখণ্ডিবাহন করেছেন তা মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের কথা অনিবার্যরূপেই স্মরণ করায়। লক্ষণীয় যে উভয়ক্ষেত্রেই বোকা বানানোর

১। পদ্মাবতী, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।
২। ঐ, প্রথমাঙ্ক।
৩। ঐ, চতুর্থাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।
৪। ঐ, প্রথমাঙ্ক।
৫। ঐ

পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য একই রূপ এবং নিছক রঙ্গরসিকতা করার জন্যই দৃশ্যগুলির পরিকল্পনা। মন্তব্যটি প্রমাণ করার জন্য নিম্নে উভয় নাটক থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পাশাপাশি সাজিয়ে দিচ্ছি।

"রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে প্রথমতঃ দেব-দেবীর মধ্যস্থ হলেম। তারপরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি আরও কি হতে হয়? (পর্বতান্তরালে অবস্থিতি)

বিদূ। ......ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা এ নির্জন স্থানে একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্ব গ্রহণ)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে, এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে বসত) ও বাবা। এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বসলেম?

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তক চ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রহ্মণকুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই, যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকট এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই! আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্ত এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশ্যে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বলবো? আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি ? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে ?

বিদূ। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো ? রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ন্যায়।

নেপথ্যে। বটে ? সে না বড় অসৎ ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে ? রাজার কয় সংসার ?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করেনি।

নেপথ্যে। কেন ?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।”

পদ্মাবতী, প্রথমাঙ্ক।

এর সঙ্গে তুলনীয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘কমলে-কামিনী’ নাটকের নিম্নোদ্ধৃত দৃশ্য-চিত্রটি—

“মকরকেতন। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগ্‌ল বক্কেশ্বরের যে কান্না, বল্যে ও শিখণ্ডিবাহন ! এই তোমার বীরত্ব। পাগলটাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে।”

শিখণ্ডিবাহন। সৈনিকদের বল্যে বাবা সকল ! আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচক ব্রাহ্মণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেছেন তাই আমি এতদূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম করতেম না।”

(পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

বক্কে। ······বাবা আমি কোথায় এলেম ?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ ব্রহ্মমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায় ?

প্র, পরি। তোমার সমক্ষে। যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি (মস্তক নত করিয়া প্রণাম।)

প্র, পরি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকটে যোড় কর করতে পার না ?

বক্কে। যোড় কর কেন আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁজ ধরে রইচি আমার যোড় কর করবের কি যো আছে ?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক্।

বক্কে। (চীৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্‌ব, বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা হাড়। (প্রগাঢ়রূপে গোঁজাজিলন।)

বক্কে। সাত দোহাই মামা, মের না বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার খেতে পারি না, মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার। চীৎকার শব্দে।) বাবারে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

তৃ, পারি। তুই আমায় শালা বল্লি।

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি।

তৃ, পারি। তবে কারে বল্লি।

বক্কে। ঐ কোড়াগাছটাকে।

চতু, পারি। ওরে বর্বর যোদ্ধাধম বক্কেশ্বর!

বক্কে। মহাশয় আমি যোদ্ধা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চতু, পারি। তবে যে শুন্‌লেম তুমি মহিলা শিবিরের রক্ষক।

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চতু, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চতু, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাত্তর বেঁধে জলে ফেলে দেব।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলি না।

চতু, পারি। মিথ্যা বল কখন?

বক্কে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে।

চতু, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতার বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণ-পরিহীন-হিমকর, ধর্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজাপালনে রামচন্দ্র, অরাতিদলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে) জিজ্ঞাসা কর কোন দোষ আছে কিনা।

চতু, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা কর্‌তে এইচিস্? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। মেরে ফেল্যে বাবা, বড় লেগেচে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বলব্ না।

চতু, পারি। রাজার দোষ আছে কিনা তাই বল্।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড় লোকের মধ্যে সাধারণ।

চতু, পারি। কি দোষ ?

বক্কে। বৌও।

চতু, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন ?

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্। জাম্বুবানের পরামর্শেই রাজত্বের এত অমঙ্গল ঘটচে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণায় আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েছে।

চতু, পারি। তোদের সভাপণ্ডিত কিরূপ ?

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বেরিয়েছে, ছাত্রদেরও নাম বেরিয়েছে।

চতু, পারি। তাঁর কি নাম ?

বক্কে। গৌতম।

চতু, পারি। ছাত্রদিগের ?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চতু, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্‌তে পার ?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। লম্পটের চূড়ামণি. উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চতু, পারি। কেন ?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজপুত্রের আবির্ভাব।

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা।।

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, গোরিব ব্রাহ্মণকে শত্রু হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়িয়ে দিন।

বক্কে। ......(সকলের মুখাবলোকন করিয়া) আমি এখানে !

মক। বক্কেশ্বর এতক্ষণ কি কচ্চিলে।

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।"

কমলে কামিনী নাটক, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লক্ষণীয় যে, মধুসূদনের বিদূষক এবং দীনবন্ধুর বক্কেশ্বরকে ভয় দেখানো সম্ভব হলেও বোকা বানানো কিছুতেই সহজ নয়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, শর্মিষ্ঠা নাটকের বিদূষক সংস্কৃত নাটকের হুবহু প্রতিচ্ছবি, কিন্তু পদ্মাবতী নাটকের বিদূষক মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি।[১] শর্মিষ্ঠা নাটকের বিদূষক এবং পদ্মাবতী নাটকের বিদূষকের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে সে কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ সমালোচন বৃত্তি নয়, কারণ পরিকল্পনাগত পার্থক্য। সমালোচক পদ্মাবতীর বিদূষকের সংলাপে সামন্ত-তন্ত্রের সমালোচনা শুনেছেন এবং এই সমালোচনা মধুসূদনের নিজস্ব উদ্ভাবনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।[২] পদ্মাবতীর বিদূষক বলেছে," এঃ! দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ। কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না ;"[৩] এবং "কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তাহলেই ত আমি গেলেম। তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না। আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়।"[৪] এই ধরনের উক্তির মধ্যে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা যদিবা থাকে তবে তার সবটুকু গৌরব মধুসূদনের নয়, সংস্কৃত নাট্যকারগণেরই প্রাপ্য। কারণ রাজার প্রণয় চিন্তার সমান্তরালে এই ব্রাহ্মণের অন্নচিন্তার চমৎকার কথা তাঁরা বারবার তুলে ধরেছেন। কাজেই পদ্মাবতীর বিদূষকের মুখে এইরূপ সংলাপ সন্নিবিষ্ট করে মধুসূদন সংস্কৃত—অনুসারিতা হ্রাস করেন নি, পক্ষান্তরে সংস্কৃত নাটক-নির্দিষ্ট পথেই পদযাত্রা করেছেন।[৫]

আসল কথা এই যে, প্রথম দুটি (শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী) নাটকের চরিত্র-চিত্রণে

১। "সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করে বিদূষক শর্মিষ্ঠায় একভাবে দেখা দেন, আর পদ্মাবতীতে অন্যভাবে দেখা দেন। প্রথমে প্রথার আঁচল ধরে তিনি হাঁটতে শুরু করেছিলেন ; কিন্তু সত্বরই তাঁর চলনে সাবালকত্ব এল। তাই বিদূষকের বিদূষণবৃত্তির পাশাপাশি সমালোচন বৃত্তি দেখা দিতে লাগল।," বাংলা নাটকের বিবর্তন, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ-৩১৪।

২। "মধুসূদনের এই মন্তব্যগুলির মধ্যে নিছক রসিকতা নয়, মর্মান্তিক সত্যও লুকিয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা একটি। এইভাবে মধুসূদন বিদূষককে দিয়ে সংস্কৃত-অনুসারিতা হ্রাস করে আনছিলেন।," ঐ, পৃ-৩১৪।

৩। পদ্মাবতী, দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪। ঐ, তৃতীয়াঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, নটী বা দাসী জাতীয়া চরিত্রের সঙ্গে বিদূষকের এইরূপ প্রণয়দৃশ্য সংস্কৃত নাটকেও পরিলক্ষিত হয়। নিছক কৌতুক সৃষ্টি

মধুস্দনের নিজস্ব সংযোজন প্রায় শূন্যের কোঠায় পড়ে। এই দুটি নাটকের বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের বাংলা সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। বিদূষক চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের মৌলিক পরিকল্পনার স্বাক্ষর পাই কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের ধনদাস প্রারম্ভে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের নির্ভুল প্রতিলিপি। সে যে রাজার "অন্য কার্যের"[১] মন্ত্রী প্রথম দৃশ্যেই তার নির্ভুল পরিচয় পাই। রাজা জয়সিংহ রাজমন্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিতে চান[২] অথচ ধনদাসকে সাদর অভ্যর্থনা জানান[৩]। ধনদাস রাজার গোপন প্রণয়ের প্রধান মন্ত্রী।[৪] কিন্তু তারপর থেকেই ধনদাস চরিত্রটি পাশ্চাত্য খল চরিত্রের প্রভাবে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ধনদাস অবশ্যই ইয়াগো নয়, নাট্যকারও তাকে সেভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস করেন নি। সে শুধু "Ordinary rogue"[৫] বা সাধারণ শয়তান। ধনদাস ধনলোভী, তবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, সে রাজপ্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো বিদূষক কোনোদিনের জন্য রাজপ্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং ধনদাস তাই শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অনাত্মীয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃত তথ্য এই যে, কৃষ্ণকুমারী নাটক থেকেই মধুসূদন হাস্যরসের প্রধান পাট্টাদার বিদূষক চরিত্রকে বাদ দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির পৃথক রীতির প্রবর্তন করেছেন এবং উত্তরকালের বাংলা নাটকে মধুসূদন-প্রবর্তিত পথটিই অনুসৃত হয়েছে।

করা ছাড়া এগুলির আর কোনো উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য নেই। ভাসের 'অভিমারক' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দাসী নলিনীকা নিছক রঙ্গ করার জন্যই বিদূষককে নিজের প্রেমিক বলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে। রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের সঙ্গে অম্বরমালা নামে একটি তরুণীর বিয়ে দেবার ছলনা করে দাসী মেখলা একটি দাসীপুত্রের সঙ্গে বিদূষকের বিয়ে দিয়ে রঙ্গরসিকতার সৃষ্টি করেছে।

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২। "আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম কত্তে দেবে না? তুমিই যা হয়. একটা বিবেচনা কর গে না।" (প্রথমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

৩। "আরে ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ত?" (ঐ)

৪। স্মরণীয় মন্ত্রীর উক্তি: "সব প্রতুল হলো—আর কি? একে মনসা, তায় আবার ধুনার গন্ধ। এ কর্মনাশাটা থাকৃতে দেখচি, কোন কর্মই হবে না।......"(ঐ)

৫। "Dhanadass is an ordinary rogue,..."—মধুসূদনের পত্রাংশ।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে বিদূষকের একাধিপত্য খণ্ডিত হয়েছে পদ্মাবতী নাটকেই। পদ্মাবতীতে বিদূষক ছাড়াও অপরাপর চরিত্রগুলিও হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। তন্মধ্যে কঞ্চুকীর ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কঞ্চুকীর সংলাপে অনাবিল হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটেছে। যেমন,

(ক) "বসুমতী না? আরে এসো, দিদি! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবুও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিনতে পারি।..."[১]

(খ) "বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয় সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে, তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন?"[২]

(গ) "আরে, আমি রাজ-সংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহাজে ঘোরে?"[৩]

সখীদের ঠাকুরদাদা[৪] এই কঞ্চুকী চরিত্রটির কথা শুনে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা জাতীয়[৫] চরিত্রগুলির প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ বলে সন্দেহ হয়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বিদূষকের আবাহন আছে কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এখানে হাস্যরস জমে উঠেছে ধনদাস-মদনিকার বুদ্ধি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এবং এ নাটকে হাস্যরস পুরুষচরিত্রের অনুগত নয়, নারী চরিত্রের অনুগামী। মদনিকাই সেই নারী এবং এই নাটকে নাট্যকারের সর্বাধিক প্রিয় চরিত্র।[৬] স্মরণীয় যে, মদনিকার আগমন ঘটেছে সংস্কৃত-নাট্যজগৎ থেকে নয়, সেক্‌সপীয়রের নাট্যজগৎ থেকে। এই দিক পরিবর্তনের পরিচয় প্রকট হল মায়াকানন নাটকে।

মায়াকানন নাটকে মধুসূদন অসংশয়িতরূপে প্রমাণ করলেন যে, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বিদূষক চরিত্র অপরিহার্য নয়। অপ্রধান চরিত্রগুলির অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তির মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় মায়াকানন নাটকে।

১। দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
২। ঐ
৩। দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
৪। সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।" (ঐ)
৫। চিরকুমার সভার রসিক চরিত্রটি স্মরণীয়।
৬। But that Madanika is my favourite.", মধুসূদনের পত্রাংশ. জীবনচরিত, পৃ ৫৬৫

মায়াকানন নাটকে আগাগোড়া এএকটি ট্রাজিক সুর বেজেছে। এই নাটকের বুকের উপর গ্রীক নাটকের নিয়তি যেন তাঁর বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশটিকে কিছুটা হাল্কা করার জন্য নাট্যকার অপ্রধান চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। স্মরণীয় যে, সেক্‌সপীয়রের নাটক মধুসূদনের আদর্শ স্বরূপ ছিল।[১] কৃষ্ণকুমারী নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, সচেষ্টভাবে তিনি ট্রাজেডির মধ্যে কমেডির হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস করেন নি, তবে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে হাস্যরসকে সম্পূর্ণ পরিহারও করেন নি।

সেক্‌সপীয়রের বিখ্যাত ট্রাজেডিগুলিতে হাস্যরস অবাধে আত্মপ্রকাশ করেনি সত্য, কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণরূপে তিরস্কৃতও হয়নি। হ্যামলেট নাটকের কবর-খননকারীদের অথবা ওথেলো নাটকে গায়কদলের সঙ্গে ভাঁড়ের সংলাপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"Clown. But masters, here's money for you. And the General so likes your music, that he desires you, for love's sake, to make no more noise with it.

Musician. Well Sir, we will not.

Clown. If you have any music that may not be heard, to't again. But as they say, to hear music the General does not greatly care."[২]

লক্ষণীয় যে, সামান্য একটু বক্রোক্তির মধ্যে দিয়েই হাস্যরস আত্মপ্রকাশ করেছে সেক্‌সপীয়রের ট্রাজেডিতে এবং ট্রাজেডির ঘনান্ধকার পরিবেশে হাস্যরসের এই প্রকাশ যেমন সংযত তেমনি স্মিত। কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন হাস্যরসকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। ফলে উক্ত নাটকে হাস্যরস ক্ষেত্রবিশেষে ট্রাজেডির পরিপোষক না হয়ে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। সেক্‌সপীয়রের নাটকে হাস্যরস প্রসঙ্গক্রমে আত্মপ্রকাশ করেই অন্তর্হিত হয়েছে এবং হাস্যরসের এই সংক্ষিপ্ত আবির্ভাব বিদ্যুচ্চমকের মতো ট্রাজেডির অন্ধকারকেই গাঢ়তর করেছে। মধুসূদন "মায়াকানন" নাটকে হাস্যরসকে বল্গাহীন হতে দেননি, যথাসাধ্য সংযত রূপ দান করেছেন।

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২। Othello, Act III, Scene I.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মধুসূদন তাঁর মায়াকানন নাটকে অপ্রধান চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির যে অভিনব রীতির প্রবর্তন করলেন তার মূল পাই তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন নাটকে। তারাচরণ তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটকে হাস্যরসের একচ্ছত্র কারবারী বিদূষককে বাদ দিয়ে এই রস যোগান দেবার ভার তুলে দিয়েছেন অপ্রধান ("মাতাল এবং পথিকগণ") চরিত্রগুলির হাতে। মাতালের মত্ততা এবং পথিকগণের সরলতাকে কেন্দ্র করে এক প্রকার স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে ভদ্রার্জুন নাটকে। স্মরণীয় যে, শুধুমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই সমগ্র দৃশ্যটির[১] পরিকল্পনা করা হয়েছে।

"এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল"

বাতুল। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্যপায়ী। আমি মদ্য খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ্ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

২ পথিক। ওহে তোমরা উহাদিগের কথায় কান দিও না, রথ নিরীক্ষণ কর এই দুই জনের মধ্যে কৃষ্ণই বা কে, ও অর্জুন অথবা উদ্ধবই বা কে?

৩ পথিক। ওহে অর্জুন ত কেহই নয়। একজন কৃষ্ণ ও অন্যজন উদ্ধব; দক্ষিণে কৃষ্ণ ও বামে উদ্ধব।

৪ পথিক। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছে, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে। উদ্ধব—উদ্ধব—একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে?

৩ পথিক। তুমি কোন্ দেশের লোক, উদ্ধবকে চিন না?

৪ পথিক। না আমি চিনি না, তুমি ত উদ্ধবকে চিনিয়াছ, সেই ভাল।

অন্যান্য পথিক। হাঁ হাঁ উদ্ধবই বটে। কৃষ্ণ প্রভেদ নাই। বাম দিকে উদ্ধবই বটে।

অর্থাৎ হাস্যরসের যোগানদাররূপে সনাতন বিদূষক এবং নূতন সাধারণ মানুষের দল বাংলা নাটকের জন্মলগ্নেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-১৮৭০)-এর 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকে তার আদল ও আভাস আছে। বাংলা নাটকের প্রথম সার্থক রূপকার মধুসূদন দুটি উপাদানেরই যথাযথ ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকে প্রাচীন বিদূষকের পরিচিত রূপটিকে যেমন অসংশয়িতরূপে প্রত্যক্ষ করি তেমনি ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের ভিলেনের সংস্পর্শে তার গোত্রান্তর গ্রহণের প্রবণতাটির

১। দ্বিতীয়াঙ্ক, পঞ্চম সংযোগস্থল।

সঙ্গেও পরিচিত হই। সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটুকুও অসন্দিগ্ধরূপেই পাই যে, ভবিষ্যতের বাংলা নাটকে হাস্যরসের যোগানদাররূপে একক বিদূষকের অপ্রতিহত ও একচ্ছত্র অধিকার অনিবার্যরূপেই খর্ব হতে চলেছে। বাংলা নাটকে বেশ কিছুদিন অবশ্য সে ছদ্মবেশে বেঁচে থাকার প্রয়াস করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগের রুচি ও নাটকের দাবী মেনে নিয়ে নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে সরে পড়েছে।

(চার)

সংস্কৃত নাটকের একটি অপরিহার্য চরিত্র বিদূষক। সাধারণতঃ শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকেই ইনি আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। যেহেতু সংস্কৃত অলংকারিকগণের মতে হাস্যরস শৃঙ্গার রসেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি[১] সেই হেতু রাজ প্রণয়ের শৃঙ্গার ক্ষেত্রে হাস্যরসের বাহকরূপে বিদূষককে স্থান দিয়েছেন সংস্কৃত নাট্যকারগণ। শৃঙ্গার রসের নায়কের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁর সুখে দুখে অবিচল সঙ্গী এই বিদূষককে[২] কেন্দ্র করেই সংস্কৃত নাটকে হাস্যরস উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

অভিনব গুপ্ত বিদূষককে হাস্য ও শৃঙ্গার উভয় রসের রসিক বলে অভিহিত করেছেন।[৩] স্মরণ রাখতে হবে যে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক শৃঙ্গার রসের পোষ্টা কিন্তু ভোক্তা নয়। ধনঞ্জয় যথার্থই বলেছেন যে, নায়কের অন্যতম সঙ্গী বিদূষক যার কাজ কৌতুক সৃষ্টি।[৪] ভাব প্রকাশ বিদূষকের চরিত্র ও কার্যটিকে আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। ভাব প্রকাশের মতে বিদূষক নায়কের কাম—সচিব।[৫]

ভাব প্রকাশের উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তার প্রমাণ পাই কালিদাসের নাটকে। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নি মিত্র্ম' নাটকের রাণী ইরাবতী বিদূষককে

১। দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র।

২। He (বিদূষক) appears as a devoted and trusted companion of the hero and his assistant in his struggle, a sharer in his fortune. —Sanskrit Comic Characters, J. J. Parikh, P-2,

৩। 'হাস্য শৃঙ্গারাঙ্গত্বাদ্বিদূষক মিত্যুক্তম' অভিনব ভারতী, পৃঃ—৩৩।

৪। 'অন্য হাস্যকৃচ্চ বিদূষকঃ, দশরূপক, ২, ১৩।

৫। 'এতেন্তু কাম সচিবাঃ পীঠমর্দো বিটস্তথা। বিদূষকশ্চ সখ্যাদি পরিবারেন সংযুতাঃ" ভাব প্রকাশনম্, পৃঃ—১৩।

রাজার কামতন্ত্রের অন্যতম সচিব বলেই উল্লেখ করেছেন।[১] ইরাবতী রাগের মাথায় বিদূষককে এই বিশিষ্ট অভিধায় বিভূষিত করলেও এটা নিছক রাগের কথা নয়, প্রকৃত সত্য কথা, স্বয়ং রাজাও তাঁর প্রিয় বয়স্যকে অন্য কার্যের (অর্থাৎ গোপন প্রণয়ের) মন্ত্রী বলেই অভিহিত করেছেন।[২]

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক বাংলা নাটকেও পূর্বাপর চলে আসছে। তবে বিভিন্ন নাট্যকারের হাতে এই চরিত্রটি বিভিন্নরূপে পরিমার্জিত হয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম মৌলিক স্রষ্টা মধুসূদন।[৩] তিনি তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে প্রায় অবিকল রূপে রক্ষা করেছেন[৪] কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক থেকেই তিনি ভিন্ন পথের যাত্রী হয়েছেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ধনদাস চরিত্রটিকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অনুসরণে সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ইংরেজী নাটকের খল চরিত্রে পরিণত করেছেন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক রাজ প্রণয়ে সাহায্য করেছে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। প্রণয় নয়, ভোজনের প্রতি তার আকর্ষণ সমধিক। মধুসূদনের ধনদাস কিন্তু রাজ প্রণয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই কারণেই সংস্কৃত নাটকের বিদূষক থেকে সে (ধনদাস) বেশ কিছুটা পৃথক।

মধুসূদনের হাতেই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বহু পরিচিত বিদূষকের পুনর্জীবন লাভ ঘটেছে এবং তাঁর হাতেই বিদূষকের বিদায় দৃশ্য ও রচিত হয়েছে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের মাধব্যকেই পুনর্বার

১। ইরাবতী "ইঅং অস্স কামতন্ত সচিবস্ স নীদী,"
মালবিকাগ্নিমিত্র্ম, চতুর্থ অঙ্ক।

২। রাজা "অয়মপরঃ, কার্যান্তর সচিবোঽস্মানুপস্থিতঃ,"
মালবিকাগ্নিমিত্র্ম, প্রথম অঙ্ক।

৩। মধুসূদনের পূর্বে যাঁরা বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন (অর্থাৎ বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্বে) তাঁরাও বিদূষককে বর্জন করেননি। 'উদাহরণ স্বরূপ, কালীপ্রসন্ন সিংহের' সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮) নাটকটির নাম উল্লেখ করা যায়। তবে সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে যথাযথ রূপে বাংলা নাটকে সর্ব প্রথম মধুসূদনই স্থান প্রদান করেছিলেন।

৪। "শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীতে যে বিদূষকের সাক্ষাৎ পাই তাহাদিগকে সংস্কৃত নাটক হইতে আমদানী করা হইয়াছে……।" মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার, শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত পৃঃ—১৩০।

প্রত্যক্ষ করি। 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষক, তার নিজের ভাষায়, "উদর দেবের উপাসক।"[১] স্বয়ং রাজাও তাকে "উদর দেবের একজন প্রধান বরপুত্র"[২] বলেই উল্লেখ করেছেন। 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষক রাজার প্রিয় বয়স্য এবং রাজ প্রণয়ের প্রধান সহায়ক। 'পদ্মাবতী' নাটকের বিদূষক মানবক ও ঠিক তাই। স্মরণীয় যে, উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ; সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো উভয়েরই বিদ্যা নেই, বুদ্ধি আছে। 'পদ্মাবতী'র মানবক বলেছে, "তা বিদ্যা বিষয়ে তো আমার ক অক্ষর গোমাংস, তবে কিনা, একটু বুদ্ধি আছে।"[৩] একথাটা মাধব্য ও বলতে পারে, এবং শুধু মাধব্য কেন, সংস্কৃত নাটকের সব বিদূষকই এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের পেটে বিদ্যে নেই, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি আছে।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক 'মায়াকানন' শৃঙ্গার রসের নাটক হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রণয় বিলাসী রাজপুত্রের অস্তিত্ব থাকলেও তাঁর নর্ম সহচর বিদূষককে প্রত্যক্ষ করি না। প্রণয় রসের তল্পী বাহক এই চরিত্রটি যে নাটকে একান্ত অপরিহার্য নয় মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকাননে' তারই প্রমাণ ও পরিচয় পাই।

দীনবন্ধুর নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে আর একটু পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর কমলে কামিনী নাটকের বকেশ্বর যুবরাজ মকর কেতনের বয়স্য অর্থাৎ পদমর্যাদায় সে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরই মতো। সে রণে ভীরু, স্পষ্টবক্তা, ভোজন বিলাসী এবং রসিক চূড়ামণি।[৪] কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অবিকল প্রতিলিপি নয়। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক রাজার নর্ম সহচর, কালিদাসের ভাষায়-সে রাজার অন্য কার্যের (অর্থাৎ গোপন প্রণয়ের) প্রধান মন্ত্রী। 'কমলে কামিনী' নাটকের বকেশ্বর কিন্তু রাজবয়স্য হয়েও রাজার গোপন প্রণয়ের সহায়ক তো নয়ই, পক্ষান্তরে রাজার গোপন প্রণয়ের প্রধানতম প্রতিবন্ধক। প্রধানতঃ এই কারণেই সে সংস্কৃত নাটকের বয়স্য পদের প্রার্থী হতে পারে না। এই বকেশ্বর চরিত্রে দীনবন্ধু আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। বকেশ্বর ছড়ার ভাষায় কথা বলেছে এবং মানুষটি অত্যন্ত সরলমনা। স্মরণীয় যে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেব বুদ্ধির অভাব নেই, দুষ্টুবুদ্ধির ও অপ্রতুলতা নেই। বকেশ্বর কিন্তু অত্যন্ত সরলমনা মানুষ। স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বয়ং রাজা

১। পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
২। দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
৩। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক।
৪। অবশ্য সে যে ব্রাহ্মণ এ তথ্যটি কিন্তু নাটকের কোথাও নেই।

বক্কেশ্বরের মন্ত্রী পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে বলেছেন—'তোমার মন অতিশয় সরল।'[১]

এক হিসেবে দীনবন্ধুর নাটক থেকেই বিদূষক তার কুলকর্ম (অর্থাৎ রাজা গোপন প্রণয়ে সহায়তা দান) পরিত্যাগ করেছে বলা যেতে পারে। সর্বোপরি সে ক্রমেই একটি সরলচিত্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। মনোমোহন বসু এই সরলমনা মানুষটিকে আপনভোলা ও ছদ্ম পাগল করে তুলেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিদূষক জাতীয় চরিত্রগুলি তারই উত্তরাধিকারী।

দীনবন্ধুর পর বাংলা নাটকে প্রাচীন বিদূষককে আর একটু পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ করি মনোমোহন বসুর (১৮৩১—১৯১২) নাটকে। মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটকের শান্তে পাগলা চরিত্রে প্রাচীন বিদূষকের আর একটি নূতন রূপ প্রত্যক্ষ করি। তাঁর 'সতী' নাটকের শান্তিরাম বাইরের দিক থেকে গাঁজাখোর কিন্তু আসলে পরম ভক্ত। নারদের উক্তিতে শান্তিরামের চরিত্রটি সম্পূর্ণ রূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে 'নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, বিরত বৈষ্ণব, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক।'[২] সে বোকার মতো কথা বললেও তার উক্তিগুলি কিন্তু গভীর তাৎপর্যবাচক। সাধারণতঃ সে ছড়া এবং কবিতায় কথা বলে। তার মুখ নিঃসৃত সেই তুচ্ছ ছড়ার মধ্যেই উচ্চভাবের কথা সংগুপ্ত থাকে। অপরদিকে তার আপাত লঘু উক্তি ও আচরণ হাস্যরসের প্রবাহ সৃষ্টি করে।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নাট্যকার যিনি তাঁর কোনো নাটকে বিদূষককে আমন্ত্রণ জানান নি। বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রাচীন বিদূষক নূতন পোশাক পরিধান করে নবরূপে আসর জাঁকিয়ে বসলো গিরিশচন্দ্রের দৌলতে।

গিরিশচন্দ্রের কোনো কোনো নাটকে রাজবয়স্য রূপে এক শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই যেগুলির নামে ও আচরণে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও পার্থক্য বিরাট। উদাহরণস্বরূপ 'বিষাদ' নাটকের অযোধ্যার রাজা অলর্কের রাজবয়স্য মাধবের উল্লেখ করা যায়। মাধবের নামটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষ.কাচিত এবং কাজেও সে রাজার অন্য কার্যের অর্থাৎ প্রণয় ব্যাপারের মন্ত্রী। কিন্তু মিল এইটুকুই। অমিল গুরুতর। মাধব রাজা অলর্কের মোটেই

২। কমলে কামিনী—তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১। সতী—দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শুভানুধ্যায়ী নয়। এই মাধবের চক্রান্তেই রাজা অলর্ক অসহায় ও আমোদ প্রিয় হয়ে গণিকাসক্ত ও পত্নীত্যাগী হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত গণিকা উজ্জলার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে বিদূষক প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'ধ্রুব' চরিত্র নাটকে। অবশ্য তৎপূর্বে 'রামের বনবাস' নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই যদিও সে একমাত্র স্থূল অসঙ্গতির সাহায্যে স্থূল হাস্যরস বিতরণ করা ছাড়া আর কোনদিক দিয়েই নিজেকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের উত্তরাধিকারী রূপে পরিচয় দিতে অপারগ। চরিত্রটির ভূমিকাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই কঞ্চুকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে গিরিশ-চন্দ্রেব পরবর্তী বিদূষক জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। মিলনান্তক সংলাপ গিরিশচন্দ্রের বিদূষক জাতীয় চরিত্রের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। 'বামের বনবাস' নাটকে কঞ্চুকীর মুখে আমরা অনুরূপ সংলাপ প্রথম শুনি—

"মাগী ভারী পাজী
আমায় হেসে উড়িয়ে দিয়ে
তুই একবার যা তো
আমি যার তাকে খুঁজচি,
মাগী যেমন পাজী,
তেমনি পাঠিয়ে দিচ্চি কুজী।"[১]

বেনামে নয়, স্বনামে বিদূষকের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকে উত্তান-পাদের বয়স্য রূপে। ভূমিকাটি অনতিস্ফুট, তৎ সত্ত্বেও বংশমর্যাদার গৌরব প্রকাশক। পরিহাস রসিকতা, ভোজন লোলুপতা ছাড়াও এই নাটকে প্রাচীন বিদূকের আর একটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তা হল রাজার মুখের উপরে অকুতোভয়ে স্পষ্ট কথা বলার সাহস। উত্তানপাদের দ্বিতীয়া মহিষী সুরুচি প্রধানা মহিষী সুনীতিকে বসবাসে পাঠাতে চান। অন্যথা তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। একথা তিনি রাজাকে জানিয়েও দিয়েছেন। রাজা বিদূষকের কাছে এ কথা প্রকাশ করলে—

বিদূ। তবে আর উপায় তো নাই,
পাঠাইয়া দেহ বনে।

উত্তান। কি বল, কি বল—

১। রামের বনবাস—দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীর গর্ভাঙ্ক।

বিদূ। নহে কথা কবে সুরুচি কেমনে ?

উত্তান। তবে আর ভাবিতেছি কিবা ?

বিদূ। দিন দুই কথা নাহি শুনে,
ত্রিভুবনে মরে নাই কেহ,
এইরূপ আছে সংস্কার,
কিন্তু ছোট রাণী—নূতন বিচার তার,
এ বিচারে সকলি সম্ভব ॥

উত্তান। রাখ পরিহাস।

বিদূ। মহারাজ পাইয়াছি ত্রাস।[১]

কেউ কেউ বলেন 'ধ্রুব চরিত্র' এবং 'নল দময়ন্তী' নাটকের বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরই অনুরূপ এবং 'শ্রীবৎসচিন্তা'র বাতুল চরিত্রেই গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব বিদূষক চরিত্রের আত্মপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।[২] কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'ধ্রুব চরিত্রে'র বিদূষকের মধ্যেই এই জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ধারণাটির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকে রাজার প্রধানা মহিষীকে রাজাদেশে বনবাসে নিয়ে এসেছে বিদূষক কিন্তু প্রস্থানকালে যে কথাগুলি বলে গিয়েছে সে কথাগুলি শ্রবণ করলে বিদূষককে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়। রাজবয়স্য এই বিদূষক যে ক্রমেই ভক্তিরসের পথে এগিয়ে চলেছে নিম্নোদ্ধৃত সংলাপটি তার অভ্রান্ত প্রমাণ। বিদূষক বলেছে—

বিদূ। দেবি, এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব ?
করো না কামনা প্রাণ দিতে বিসর্জন।
পতিহেতু সহেছ বিস্তর,
বনবাসে না হও কাতর,
সহ দেবি, পতি আজ্ঞা ভাবি।
রাজা একদিন ছিল গো তোমার,
লিপি বিধাতার, আজি তব সতিনীর।

১। রামের বনবাস—দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

২। 'ধ্রুব চরিত্র' এবং 'নল দময়ন্তী'র বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের অনুরূপ মূর্খ, ঔদরিক ও রাজার প্রণয় ব্যাপারে সহায়ক। কিন্তু শ্রীবৎস চিন্তা'র বাতুল হইতে এই ধরনের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছে।
বাংলা নাটকের ইতিহাস, (ষষ্ঠ সংস্করণ) শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, পৃ. ২০০।

তব পতিগত প্রাণ,
ভগবান কৃপাবান হবেন তোমায়,
সতি, ধর্মে রাখ মতি,
প্রাণে নাহি কর হেলা।
এস ধীরে ধীরে অদূরে আশ্রম।
ক্ষম দরিদ্র ব্রাহ্মণে
শত শত জনে,
রাজায় আজ্ঞায় আনিতে তোমারে বনে,
কিন্তু কেবা কোথা রেখে যাবে,
বনমাঝে কোথায় আশ্রয় পাবে,
সেই হেতু এসেছি নির্দয় কাজে।
শুনহ বচন শান্ত কর মন,
বিধি বাম তোরে, অভাগিনি।
চিরদিন সমান না যায়,
হরি পদ—তরী অবশ্য দিবেন তোরে।
এস দেবী, আশ্রমে অদূরে।[১]

যে গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের বিদূষক জাতীয় চরিত্রগুলির সর্বাধিক লক্ষণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—'ধ্রুব চরিত্রে'র বিদূষকের মধ্যে তার অসদ্‌ভাব নেই। অনুরূপভাবে 'নল দময়ন্তী' নাটকের বিদূষক আপাত দর্শনে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক রূপে প্রতীয়মান হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই নাটকের বিদূষক 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব ইত্যাদি নাটকের বিদূষক চরিত্রের অবিসম্বাদিত অগ্রদূত।

রাজবয়স্য এই বিদূষক যেমন ভোজনলোলুপ[২] তেমনি পরিহাসরসিক এবং সেদিক দিয়ে এ সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরই অনুরূপ। পোষ্টার প্রতি তার যে

১। ধ্রুব চরিত্র—প্রথম অঙ্ক গর্ভাঙ্ক।
২। বিদু। শুন হে সারথি
ব্রহ্মহত্যা যদি নাহি চাও
যথা পাও মিষ্টান্ন আনিয়া দাও।
মরুভূমি বিদর্ভ নগর
সারাদিন কিছু খাই নাই,
নলদময়ন্তী, প্রথম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক।

প্রাণের টান ও প্রিয় ভাবনার পরিচয় পাই তা পরবর্তী কালের নাটকের বিদূষক চরিত্রগুলির কথা অনিবার্য রূপে স্মরণ করায়।

এই নাটকে বিদূষক অত্যন্ত বুদ্ধিমান যদিও মূর্খতার অবগুণ্ঠণে সে তার বুদ্ধিকে সংগুপ্ত রেখেছে। পরিহাস রসিকতার অন্তরালে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের অবস্থিতি 'নল-দময়ন্তী' নাটকের বিদূষকের সংলাপের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য[১] এবং এদিক দিয়েও সে 'জনা' 'পাণ্ডব গৌরব' ইত্যাদি নাটকের বিদূষকের অনস্বীকার্য পূর্ব পুরুষ। গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটকগুলির ছদ্মবেশী বিদূষকের মুখে যে সমিল গদ্যের সংলাপ শুনি—'নল দময়ন্তী নাটকে বিদূষকের মুখে তারও পূর্বাভাস শুনি। মন্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ 'নল দময়ন্তী' নাটকের বিদূষকের সঙ্গে পুষ্করের কিছু সংলাপ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

বিদূ। মহাশয়, না হয় একটু হাসলেন—না হয় দু দণ্ড লোকালয়ে বসলেন,—মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি, মহাশয় হাস্‌তে কি দিব্যি দেওয়া আছে।

পুষ্ক। দেখ, উপযুক্ত শাস্তি দেব তোরে। আমি রাজ সহোদর।

বিদূ। বলি, তাই তো মুস্কিলে ঠেকেছি, নাইলে আমার মাথা ব্যথা কি; নিত্য মুখ দেখি—আর ঘরে হাঁড়ি ফাটে। মহাশয় মুখের ভাবটা একচেটে করেছেন। হাসিকান্না দিব্য করে বলতে পারি—কিছু বোঝা যায় না।

পুষ্ক। হে ব্রাহ্মণ! কেন কহ কু—বচন;
এসো যদি মমাগারে,
কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়।

বিদূ। দেন কি,—কেউটে সাপের লাড়ু; আর গোখরার মোহন ভোগ;

পুষ্ক। দেখ তুমি রাজসখা,
আমি রাজ সহোদর,
আজ হতে বন্ধু তুমি মম।

১। বিদূ। মহারাজ, পীরিতের নানান্ ভিরখুটি
জ্ঞাত আছে গরীব ব্রাহ্মণ
কড়া শ্বাস, উর্ধ্ব দৃষ্টি
এ সব রকম জানা আছে কিন্তু
প্রাতে কিছু বেতর রকম।
নল দময়ন্তী—প্রথম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদূ। ইস্, বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, আহার দিতে চান, বন্ধু বলে ডাকছেন—শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে। নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন;

পুষ্ক। দেখ, তুমি যথাবাদী,

তাই নিরবধি যাচি আমি বন্ধুত্ব তোমার!

বিদূ। বামীর হাতের নোয়ার কি জোর! এতেও এতদিন টিকে আছে! বলি, ব্রাহ্মণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন?

পুষ্ক। শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন

কিন্তু

আজি নয় একদিন দিব বুঝাইয়ে—

কত মম অন্তর সরল

সরল অন্তর তব—

তাই প্রাণ তব অনুগত।

বিদূ। যা হোক মহাশয়, আজকে একটা উপকার আপনাতে হতে হল। আপনি যে চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা দোহাই ধর্ম—কে জানে—দোহাই মহাশয়, কৃপা করে ছেড়ে যান, নইলে রোজার বাড়ী যাব।

পুষ্ক। যাই আমি, কর পরিহাস [গমনোদ্যত]

বিদূ। মহাশয়! দুটো গাল দিয়ে যান, যে মিষ্টি মুখ দেখালেন, রাত্রে ডরাব। জেনে শুনেই হাসেন না, হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না।

পুষ্ক। দূর হোক! [প্রস্থান]

বিদূ। যখন শুনলেম বন—ভোজন—তখনি প্রাণ কম্পন! আবার তার উপর লক্ষণ—পুষ্কর আছেন নিরিবিলি বসে, যদি এক হাঁড়ি মোণ্ডা নিয়ে চুলোয়ও যাই, সেখানেও যদি পুষ্করকে দেখতে না পাই, তা কি বলি, পুষ্কর থাক্‌তে উদর চালান দুষ্কর হয়ে উঠলো।'[১]

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে যে বিদূষক জাতীয় চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ করি তাদের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কিছুটা ম্লান। পক্ষান্তরে এলিজাবেথীয় যুগের Fool বা clown জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এবং গ্রীক নাটকের কোরাসের সঙ্গে তাদের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মবোধ [ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশ বোধ এবং সামাজিক নাটকে মঙ্গলবোধ] দ্বারা সেগুলি পরিমার্জিত ও উজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব বিদূষক জাতীয় চরিত্রের

১। নল দময়ন্তী—দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি আপাতমূর্খ হলেও অতিশয় তীক্ষ্ণধী। সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মিশ্রিত শ্লেষ গর্ভ পরিহাস রসিকতা এদের প্রাণধর্ম এবং সর্বোপরি নাট্যকাহিনী বা নাট্যঘটনার এরা সর্বজ্ঞ দর্শক, সুনিপুণ পর্যবেক্ষক এবং সুচতুর সমালোচক।

গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি এই বিদূষক চরিত্রগুলিকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমেত তিনটি পৃথকরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করি তিনটি পৃথক্ শ্রেণীর নাটকে-পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক। সর্বাধিক লক্ষণীয় তথ্য এই যে, ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে বিদূষকের প্রবেশ সীমাবদ্ধ, ছিল শুধুমাত্র পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে। গিরিশচন্দ্র বিদূষককে ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি শ্রেণীর নাটকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদিও পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও মূল লক্ষণগুলি সর্বত্র অটুট ও অক্ষুণ্ণ আছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বিদূষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'শ্রীবৎস চিন্তা'র বাতুল, 'পাণ্ডব গৌরব' এর কঞ্চুকী এবং 'জনা'র বিদূষক। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে এই জাতীয় স্মরণীয় চরিত্র 'চণ্ড' নাটকের পূর্ণরামভাট, 'অশোক' নাটকের আকাল, ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের গঙ্গাজী, 'সিরাজদ্দৌলা'র করিম চাচা, 'কালা পাহাড়' নাটকের চিন্তামণি। সামাজিক নাটকে অনুরূপ চরিত্র পাই 'বলিদানের জোবি'র মধ্যে।[১]

গ্রীক নাটকের কোরাসের[২] প্রত্যক্ষ ব্যবহার দেখি দেলদার নাটকের স্বর-সঙ্গিনীর মধ্যে। গ্রীক নাটকের কোরাস এবং গিরিশচন্দ্রের বিদূষক উভয়েই নাট্য-কাহিনীর কুশলী দ্রষ্টা ও নিপুণ ব্যাখ্যাকার। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের বিদূষক জাতীয় চরিত্রে গ্রীক নাটকের কোরাসের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার নিয়তি জাতীয় চরিত্রের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। যাত্রাপালার নিয়তি জাতীয় চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে পালার

১। ইতিপূর্বে বিদূষক চরিত্রে পুরুষ চরিত্রদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রের মধ্যেও বিদূষকোচিত গুণাবলীর অবতারণা করেন। প্রাচীন বিদূষকের এই নবীন নারীরূপ নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

২। "...Girish Chandra had adopted the function of the Greek Chorus in interpreting or giving expression to the thoughts and feelings of dramatis persona, utilising it in the Swara Sanginis in his Deldar."

—Western influence in Bengali Literature,
P. R. Sen, P-198.

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে সঙ্গীতের সাহায্যে বর্তমানের ঘটনা ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দান করে।

অপরদিকে সেক্সপীয়রের Fool চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও গিরিশচন্দ্রের বিদূষকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেক্সপীয়রের Fool চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল অনুপম রসিকতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৃত্তি।[১]

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বিদূষক চরিত্রগুলি একই ছাঁচে ঢালা। কয়েকটি দিক দিয়ে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সঙ্গে এদের গভীর মিল আছে। প্রথমতঃ সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো এরাও জাতিতে ব্রাহ্মণ। জনানাটকের বিদূষক নিজের মুখেই সে কথা স্বীকার করেছে,[২] পাণ্ডব গৌরবের কঞ্চুকীর ব্রাহ্মণত্বও অপর চরিত্রের সংলাপে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[৩] সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতোই এরা ভোজন রসিক।[৪]

অন্নদাতার প্রতি এদের প্রাণের টান এবং সে দিক দিয়ে এরা যথার্থই প্রিয়-বয়স্য। বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের বয়স্য ধর্ম রাজার গোপন প্রণয়ের কামাগ্নিতেই নিবেদিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকের রাজাগণ সংস্কৃত নাটকের রাজা নন এবং সেই কারণেই তাদের বয়স্যগণও সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের কুলধর্ম পালন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তবে অন্নদাতা রাজার প্রতি এদের মমতা অত্যধিক এবং তাঁকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এদের ব্যাকুলতাও

১। Shakespeare's fools···have for the most part an in comparable humour and infinite abundance of intellect."
—Dramatic Art and Literature, Schlegal, P-373

২। আমি বামুনের ছেলে, হোম করতে তোমায় আবাহন করে তোমায় ঘি এর বদলে জল ঢেলে দেব। "প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক।"

৩। পুঃঘে! "বুড়ো বামুন দেখচি—কোন রাজার বাড়ীর কঞ্চুকী হবে। তামাসা করে তো ভাল করিনি—এখনি ভীম ঠাকুর গর্দানা নেবে।

[প্রকাশ্যে] মহাশয়—আমায় মাফ করুন, আপনার সঙ্গে তামাসা করেছি, ভাল করিনি।" ৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক।

৪। 'তপোবল' নাটকের সদানন্দের সিদ্ধির স্বপ্নটা এই রকম—সদা। "এই কোন গাছে থলো থলো হরিণ মাংস ঝলবে, টসটসিয়ে গরম গাওয়া ঘি ঝরবে, কোন গাছে বা বরাহ মাংসের এক থালা পলায় ঝুলছে, কোন গাছে বা ছাগ মাংসের বাটি কতক ঝোল, কোন গাছে আস্ত ময়ূরের চচ্চড়ি, আর কোন গাছের একটা ডালে মোণ্ডা, একটা ডালে মিঠাই, এক ডালে গরম পুরী, এক ডালে গরম কচুরী আর গরম ছক্কা।" [৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক]

আত্যন্তিক। এ সম্পর্কে 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিদূষকের একটা উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শনিগ্রস্ত রাজা নল যদি আবার সিংহাসন ফিরে পান এবং দময়ন্তীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে তাহলে বিদূষক পুষ্করকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে রাজী আছে। এমন কি লোককে গালমন্দ করাও সে সেদিন থেকে ছেড়ে দেবে বলেও কথা দিয়েছে।[১] স্মরণীয় যে কথায় কথায় মুখ খারাপ করা এই বিদূষকের স্বভাবধর্ম। সেই স্বভাবধর্ম টুকুও সে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, যদি তার অন্নদাতার জীবনে অপগত মহিমার পুনরাবির্ভাব ঘটে। অন্নদাতার প্রাণরক্ষার জন্য এদের ব্যাকুলতা ও ব্যগ্রতার পরিচয় এদের কণ্ঠেই শোনা যেতে পারে।

প্রজা বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত ক্রোধ বহ্নি থেকে রাজাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল শ্রীবৎস চিন্তা'র বাতুল বলেছে—

"এই তো চারদল ফেরালুম, রাজাকে খবর দিই কি করে। যেমন করেই হোক রাজাকে বাঁচাতেই হবে।"[২]

'জনা' নাটকের বিদূষক অন্নদাতা রাজার জীবনের গ্যারান্টি স্বয়ং কৃষ্ণের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন—

'আমার সদয় নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার বলে যাও রাজার কোন ভয় নেই, দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিন কতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।'[৩]

লক্ষণীয় যে, অন্নদাতাকে বিপদ মুক্ত করার জন্য সব বিদূষকেরই পরিকল্পনা ও প্রয়াস প্রায় একই রূপ। 'জনা' নাটকে মাহেশ্বতীপুরীর সর্ববিধ বিপদের মূলে

১। বিদূ। "বাবা! দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পেছ কাটিয়েছি। ঋতুপর্ণ কিছু বিস্ময়াপন্ন। এখন তো বাহুক মশাইকে না মেজে নিলে নয়। যদি রাজা রাণীতে জোট্ খায়—আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বামণীর আঁচল ধরি। সৎসঙ্গে কাশীবাস, দেখ না, গরীব বামুনের ছেলে—আমাদের পীরিতে বাবা বিচ্ছেদ কেন পিরীতটে কিছু ছোঁয়াচে রোগ, রাজার ছোঁচ লেগেছে—বাম্‌নীটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু পীরিত অত গড়ায় নি"—নিমপাতা বেটে মুখে মাখতে হয়নি! দেখ কেমন আমোদ হচ্ছে, যদি সেদিন হয়—রাজা যদি সিংহাসনে বসে, তাহলে পুষ্করকেও আশীর্বাদ করি, আর লোককে গালমন্দ দেওয়া ছেড়ে দি! তা নয়—স্বভাব যায় না মলে।"

[৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক]

২। ২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

৩। ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক।

আছে পাণ্ডবদের সেই যজ্ঞাশ্বটি যা প্রবীর কর্তৃক ধৃত হয়েছে। এই যজ্ঞাশ্বের জন্যই অর্জুনের শরে প্রবীরের নিধন। বিদূষক প্রবীরের সঙ্গে পাণ্ডবগণের বিরোধ থামাতে চেয়েছে ঘোড়াটিকে গোপনে ফেরৎ দিয়ে। গঙ্গার অনুচরদের ঘোড়া চোর ভেবে সে ঘোড়াটিকে চুরি করার মতলব এঁটে ছিল।[১] উদ্দেশ্য বিবাদের বস্তুটিকে সরিয়ে দিয়ে বিবাদটি মিটিয়ে ফেলা। 'জনা'য় যেমন ঘোড়া, 'পাণ্ডব গৌরবে' তেমনি ঘুড়ী সর্বাবধ বিপদের মূল। বিদূষক (কঞ্চুকী) এর অন্নদাতা রাজা দণ্ডীর জীবনাকাশে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ সঞ্চাবিত হয়েছে এই ঘুড়ীটির জন্যেই। বিদূষক (কঞ্চুকী) তাই এমন একটি লোকের সন্ধান করে বেড়ায় যে যেভাবেই হোক এই ঘুড়ীটিকে নিজস্ব রূপে ফিরিয়ে দিয়ে দেশ ছাড়া করে দেবার ক্ষমতা রাখে।[২]

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এক শ্রেণীর অনৈতিহাসিক চরিত্রের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যারা ইতিহাসের কেউ না হয়েও ইতিহাসের গতিপথনিয়ন্ত্রা রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।[৩] এই সব চরিত্রের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের বেশ কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের গঙ্গাজী জাতিতে ব্রাহ্মণ,[৪] কর্মে নায়কের (শিবাজীর)

১। বিদূ। 'অধীনকে আর অধিক বঞ্চনা কেন আগুন কি চাপা থাকে চাঁদ আমি কি আর বুঝতে পারি নি তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত পার ঘোড়া চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব, মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি করো, কেবল একটি ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও, এইটি আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্তে—রাজা বামনীকে একটি হীরের কাঁঠী দিয়েছিল, চাও যদি, এনে শ্রী করে অর্পণ করব।"

২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক।

২। "কঞ্চুকী। সে আমাদের রাজার ঘুড়িটা পুষেছে। আমি তার কাছে যাব।

আমি সেই ঘুড়ীটা মানুষ করবার ফিকিরে আছি।"

তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩। পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। "গঙ্গাজী। দূর করো, ভেবেছিলাম বামুনেরছেলে, তলোয়ারখানা ধরবো না, না খালি খালি বাক্যি ঝেড়ে সুখ হয় না।"

ছত্রপতি শিবাজী—প্রথম অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিশ্বস্ত সুহৃদ। নায়কের মঙ্গলের জন্য এই ছদ্মবেশী বিদূষকের প্রয়াস ও প্রচেষ্টার অন্ত নেই। যদিও এরা বৃহত্তর উদ্দেশ্য চরিতার্থের খাতিরে নায়কের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তবুও নায়কের প্রতি এদের ভালোবাসা এবং প্রাণের টানটুকু লক্ষণীয়। যখনই নায়ক কোনো গভীরতম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই এই শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের জীবনের বিনিময়ে নায়কের জীবন রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে। 'ছত্রপতি শিবাজীর' গঙ্গাজী, 'কালা পাহাড়' নাটকের চিন্তামণি, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিম চাচা, 'মীরকাসিম' নাটকের তারা ইত্যাদি প্রত্যেকেই নায়কের গভীর সঙ্কটের দিনে নিজের প্রাণের বিনিময়ে নায়কের প্রাণরক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। দ্রষ্টব্য যে, প্রত্যেকেই একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে নায়কের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছে এবং তা হল স্বয়ং নায়কের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নায়কের মস্তকোপরি উদ্যত খড়্গকে নিজ মস্তকে ধারণ করার প্রয়াস। 'কালাপাহাড়' নাটকের চিন্তামণি এবং 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিমচাচার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অবশ্য এইরূপে নিজেকে মনিবের স্থলাভিষিক্ত করে মনিবের প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছাটি শুধু মাত্র ঐতিহাসিক নাটকের তথাকথিত বিদূষক জাতীয় চরিত্রেরই একচেটিয়া নয়, পৌরাণিক নাটকের কোনো কোনো বিদূষকও ঠিক এই ভাবেই প্রভুর প্রাণরক্ষায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। 'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকের বাতুল রাজাকে শনির চক্রান্তে সৃষ্ট প্রজা বিদ্রোহের আক্রোশ থেকে বাঁচানোর জন্য বলেছে—

বাতুল। "বলি বন্ধু, আজ ভুলে গেলে? তোমার পোষাক
আমায় দাও, আমার পোষাক নাও—পালাও।"[১]

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো গঙ্গাজীও সক্রিয় নাটকীয় চরিত্র এবং নায়কের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাঁর ষড়যন্ত্র কুশলতা এবং এ বাবদে তার পটুত্ব ও দক্ষতা সবিশেষ লক্ষণীয়।

পরিহাসরসিকতার দিক দিয়েও এরা পৌরাণিক নাটকের বিদূষক অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয়। বক্রভাষণ এবং গূঢ় পরিহাস পৌরাণিক নাটকের বিদূষকের মতো ঐতিহাসিক নাটকের বিদূষক চরিত্রগুলিরও সংলাপের সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'জনা' নাটকের বিদূষক এবং 'সিরাজদৌলা'র করিমচাচা প্রায় একই সুরে কথা বলেছে যদিও একজনের বিচরণ পুরাণের পথে, অপরের পদচারণ ইতিহাসের বুকে। 'জনা' নাটকের বিদূষক রাজা নীলধ্বজকে বলেছে,

১। দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা ? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গলযোগ, কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হয়ে যে যায়, এমন তো বুদ্ধি জোয়ায় না ! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোয়াড়া সুত, কিছু না কিছু জুত আসছে নিশ্চয়। মন্ত্রণা করে কি হবে বল ? যা হয় একটা করে ফেল। হরি হে ! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিমকালে দেখ, আর রাজবাড়ীতে ছুটো যোগুার পথ রেখো।"[১]

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিমচাচা সিরাজের সম্পর্কে বলেছে—

করিম। ......কালকের ছোঁড়া, মাতামহের আদরে আদরেই বেড়িয়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছককাবাজীর মধ্যে এখনো সেধোয় নাই। রাগে দু কথা বলে আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধরে সাধে,,—এই দু নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজতে বসেছে। যদি তেরিয়া হয়েই চল্‌তো, যা হোক চোট পাট একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো। আর নরমের উপর দিয়েই চল্‌তো, কেউ না কেউ দয়া করতো। এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হলে তো পাজীর পাজী।"[২]

নিজ নিজ পোষ্টা সম্পর্কে বিদূষক এবং করিম চাচার সংলাপে পৃথক্ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও কণ্ঠস্বরে প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

তদুপরি স্মরণীয় যে, জনা নাটকের বিদূষক পরম ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে উক্ত তার কথা গুলি নিন্দার ছলে স্তুতি অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। অপরদিকে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিম চাচাও সিরাজদ্দৌলার একনিষ্ঠ ভক্ত ও পরম অনুরাগী। সিরাজ সম্পর্কে তার এই কথাগুলিও স্নেহার্দ্র হৃদয়ের ব্যাজস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকের মধ্যেই এরূপ একটি ধারণা আছে যে, গিরিশচন্দ্র শুধুমাত্র পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেই প্রাচীন বিদূষক চরিত্রের নবরূপায়ণ সাধন করেছেন, তাকে পরিচিত প্রণয় পথ থেকে ভক্তি রসের নূতন পথে টেনে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শুধু পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে নয়, ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি প্রাচীন বিদূষক চরিত্রের এক নব সংস্করণকে উপস্থাপিত করেছেন যারা আহারে[৩] বিহারে প্রাচীন বিদূষকের কেউ না হলেও

১। প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

২। তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩। এদের মধ্যে পৌরাণিক নাটকের বিদূষক সুলভ ভোজন লোলুপতার লক্ষণ নেই।

আচরণে ও আলাপে তাদেরই দূরতম আত্মীয় বলে অতি স্পষ্ট রূপে অনুভূত হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ভেবে দেখার আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক যতগুলি উপায়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন তন্মধ্যে একটি হল বিকৃত বাক্য অর্থাৎ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।[১] সাধারণতঃ দাসী জাতীয়া চরিত্রের সঙ্গে কথা বলার সময়েই এই মহা ব্রাহ্মণের মুখে গালাগালির তুবড়ি ছোটে। গিরিশচন্দ্রের বিদূষক জাতীয় চরিত্রগুলিও গালাগালি দিতে ওস্তাদ যদিও তাদের গালাগালি কোনো ক্ষেত্রেই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে না।[২]

১। কাব্য হাস্যং তু বিজ্ঞেয়ম্ সমৃদ্ধ প্রভাবষনৈঃ।
অনর্থ কৈবির্কারেশ্চ তথাচাশ্লীল ভাষ নৈঃ॥

নাট্যশাস্ত্র—৯২

২। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের গালাগালিও সমসাময়িক দর্শক রুচিতে অশ্লীল বলে অনুভূত হত বলে মনে হয় না।